NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ গ্রন্থাগার আন্দোলনের ১০০ বছর

ঝাড়গ্রাম উদ্ধারের লড়াইয়ে কালীপদ সোরেন ৬

কলকাতা ২৯ মার্চ ২০২৪ ১৫ চৈত্র ১৪৩০ শুক্রবার সপ্তদশ বর্ষ ২৮৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 29.3.2024, Vol.17, Issue No. 286, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

ইন্ডিয়া জোটে যোগ দিলেন অজয় এডওয়ার্ড

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ: পাহাড়ের রাজনীতি নয়া চমক। এবার সরাসরি ইন্ডিয়া জোটে যোগ দিল অজয় এডওয়ার্ডের হামরো পার্টি। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে কংগ্রেসের সদর দপ্তরে গিয়ে ইন্ডিয়া জোটে যোগদানের কথা ঘোষণা করলেন অজয়। একই সঙ্গে সরাসরি কংগ্রেসে যোগ দিলেন ভারতীয় গোর্খা পরিসঙ্গ নেতা মুনিশ তামাং। বিনয় তামাংয়ের যোগের পর পাহাড়ের রাজনীতিতে যেন প্রাসঙ্গিকতা ফিরে পাচ্ছে কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার সরকারিভাবে ইন্ডিয়া জোটে যোগ দিলেন তিনি। ইন্ডিয়া জোটের হাত ধরেই অজয় ঘোষণা করেছেন, শুধু দার্জিলিং নয়, সিকিম, অরুণাচল যেখানে যেখানে পাহাড়ের মূলনিবাসী বা ভূমিপুত্ররা রয়েছেন, সব জায়গায় তিনি কাজ করবেন। মূল নিবাসীদের অধিকার নিশ্চিত করাই তাঁর মূল উদ্দেশ্য।

কেজরিওয়ালের আরও চার দিনের ইডি হেপাজত

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ: আদালতে নিজেই নিজের হয়ে সওয়াল করলেন। অভিযোগ করলেন, আপের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। তাঁকে গ্রেপ্তার করার মতো কোনও প্রমাণ ইডির হাতে নেই। স্রেফ কতগুলি ধারণার ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু রাউস অ্যাভিনিউ কোর্টে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের কোনও যুক্তিই খাটল না। তাঁর ইডি হেপাজতের মেয়াদ আরও চারদিন বাড়িয়ে দিল আদালত। আগামী ১ এপ্রিল পর্যন্ত ইডি হেপাজতেই থাকতে হবে কেজরিকে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এটা একটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। মানুষ ঠিক এর জবাব দেবে।' আদালতে কেজরির সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী সুনীতা। অতিশী, গোপাল রাই, সৌরভ ভরদ্বাজের মতো আম আদমি পার্টির (আপ) নেতারাও ছিলেন আদালতে। সূত্রের খবর, ইডি কেজরির হেপাজতের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন জানাতে পারে। আদালতে নিজের সপক্ষে বলতে গিয়ে কেজরি বলেন, 'ইডির রিম্যান্ডের আবেদনের বিরোধিতা করছি না। ওরা যত দিন চায় আমাকে হেপাজতে রাখতে পারে। কিন্তু এটা একটা দুর্নীতি। এতে ইডির দু'টি উদ্দেশ্য। এক, আপকে ভেঙে দেওয়া। দুই, আড়ালে তোলাবাজির চক্র চালানো।' তিনি আরও বলেন, 'ইডি বলছে, আবগারি দুর্নীতিতে ১০০ কোটি টাকা নয়ছয় হয়েছে। তা হলে সেই টাকা কোথায় গেল? আসল দুর্নীতিটা শুরু হয়েছে ইডির তদন্ত শুরু হওয়ার পর। আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কোনও আদালতে আমাকে অপরাধী প্রমাণ করা যায়নি। সিবিআই ৩১ হাজার এবং ইডি ২৫ হাজার পৃষ্ঠার চার্জশিট দিয়েছে। সেগুলো পড়েও আমাকে গ্রেপ্তার করার কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

শাহজাহানকে নিয়ে দাবি সিবিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শাহজাহান শেখ বাড়ির পাশ থেকে ফোনে 'অনুগামী'-দের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তাঁদের সন্দেশখালিতে নিজের বাড়ির সামনে জড়ো করেছিলেন। ইডি আধিকারিকদের উপর হামলা চালানোর জন্য 'অনুগামী'-দের তিনিই নির্দেশ দিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার বসিরহাট আদালতে এমনটাই দাবি করলেন সিবিআইয়ের আইনজীবী। শাহজাহানকে ১২ দিনের জেল হেপাজত দিয়েছে আদালত। অন্য একটি মামলায় পাঁচ দিনের জন্য। সিবিআইয়ের আইনজীবী দাবি করেছেন, শাহজাহানের নির্দেশেই ইডি আধিকারিকদের উপর হামলা চালানো হয়েছিল।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

লোকসভা ভোটের আগে বড় সিদ্ধান্ত

১০০ দিনের কাজে মজুরি বৃদ্ধি কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ : লোকসভা ভোটের আগে ১০০ দিনের কাজ (এমজিএনআরইজিএ)-র প্রকল্পে কর্মীদের মজুরি বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় সরকার। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে তিন থেকে ১০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি করা হবে মজুরি। পশ্চিমবঙ্গে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে কর্মীদের মজুরি ৫.৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। আগামী ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর করা হবে বর্ধিত মজুরি। বৃহস্পতিবার এই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

মোট ২১ টি রাজ্যের ক্ষেত্রে এই টাকা বাড়ানোর কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ১০ থেকে ২০ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে দৈনিক মজুরি। এর মধ্যে সবথেকে বেশি টাকা বেড়েছে গোয়ায়। সেখানকার শ্রমিকদের দৈনিক ৩৪ টাকা করে বৃদ্ধি করা হয়েছে। আর উত্তর প্রদেশে এই হার সবথেকে কম। দৈনিক মজুরি ৭ টাকা বাড়ানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ২৩৭ থেকে বেড়ে মজুরি হয়েছে ২৫০ টাকা। অর্থাৎ ১৩ টাকা করে বাড়ানো হয়েছে।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে কর্মীদের মজুরি সব থেকে কম বেড়েছে উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে। মাত্র তিন শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এই দুই রাজ্যে। সব থেকে বেশি বৃদ্ধি করা হয়েছে গোয়ায়। সেখানে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের কর্মীদের মজুরি ১০.৬ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। দেশে লোকসভা ভোটের কারণে নির্বাচনী আচরণ বিধি চালু রয়েছে। তার মধ্যে এই মজুরি বৃদ্ধির ঘোষণা কী ভাবে, সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সূত্র বলছে, এই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারির আগে নির্বাচন কমিশনের অনুমতি চেয়েছিল কেন্দ্রীয় গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রক। মজুরির পুনর্বিবেচনা প্রতি বছরই হয়। সে কারণে কমিশন ছাড়পত্র দিয়েছে। ২০২৩ সালের ২৪ মার্চ এই মজুরির পুনর্বিবেচনা করে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। গত বছর ২ থেকে ১০ শতাংশ হারে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে কর্মীদের মজুরি বৃদ্ধি করা হয়েছিল। কর্নাটক, গোয়া, মেঘালয়, মণিপুরে সব থেকে কম বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছিল সে বার। ওই অর্থবর্ষে সব থেকে বেশি বৃদ্ধি করা হয়েছিল রাজস্থানে। দিনে ২৩১ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২৫৫ টাকা করা হয়েছে।

চলতি বছরের শুরুতে সংসদে রিপোর্ট জমা করেছিল গ্রামোন্নয়ন এবং পঞ্চায়েতি রাজ সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটি। তারা জানিয়েছে, বিভিন্ন রাজ্যে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে মজুরির বৈষম্য রয়েছে। এই প্রকল্পের কর্মীরা যে মজুরি পান, তা জীবন ধারণের জন্য যথেষ্ট নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের একটি কমিটির রিপোর্টের প্রসঙ্গও তুলেছে স্ট্যান্ডিং কমিটি। ওই কমিটির সুপারিশ ছিল, দিনে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের মজুরি ৩৭৫ টাকা হওয়া উচিত।

২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গে ১০০ দিনের প্রকল্পের মজুরি ৫.৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। আগে ছিল দিনে ২৩৭ টাকা। এখন তা বেড়ে হয়েছে ২৫০ টাকা। গোয়ায় এই প্রকল্পে আগে দৈনিক মজুরি ছিল ৩২২ টাকা। ১০.৬ শতাংশ বৃদ্ধির পর তা হয়েছে ৩৫৬ টাকা। উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে আগে দৈনিক মজুরি ছিল ২৩০ টাকা। এখন তা বেড়ে হয়েছে ২৩৭ টাকা। গোটা দেশে এই দুই রাজ্যেই সব থেকে কম মজুরি ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে।ত্ব

লোকসভা ভোটের দিনগুলোতে ছুটি ঘোষণা করল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোটের দিনগুলিতে ছুটি ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। এবার রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনে ভোট গ্রহণ হবে সাত দফায়। রাজ্যের অর্থ দপ্তর বৃহস্পতিবার এক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, যে যে কেন্দ্রে যেদিন যেদিন নির্বাচন, সেই কেন্দ্রগুলিতে সেদিন সেদিন কর্মীরা সবেতন ছুটি পাবেন। বেসরকারি কর্মীদেরও ওই দিনগুলিতে ছুটি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে শ্রম দপ্তরের তরফে সে নিয়ে একটি পৃথক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে। নিজের লোকসভা এলাকার বাইরে কর্মরত কর্মীরাও নিজেদের এলাকার ভোটের দিন ছুটি পাবেন। যে স্কুলকে ভোটকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, সেই কেন্দ্রগুলিতে ভোটের আগের দিনগুলিতে স্থানীয় ছুটি দিতে হবে।

এবারে রাজ্যে লোকসভা ভোট হচ্ছে সাত দফায়। ১৯ এপ্রিল, ২৬ এপ্রিল, ৭ মে ১৩ মে, ২০ মে ২৫ মে এবং ১ জুন যে যে এলাকায় ভোট সেই সেই এলাকার সব অফিস কাছারি বন্ধ থাকবে। উদাহরণ হিসাবে ১৯ মে প্রথম দফার ভোটের দিন কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের অধীনের সব অফিস কাছারি বন্ধ থাকবে। একই ভাবে অন্যান্য ভোটের দিনগুলিও সরকারি ছুটি হিসাবে গণ্য হবে।

প্রথম দফার ভোটের দিন কেন্দ্রীয় বাহিনী পোস্টিং নিয়ে অনিশ্চিত কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের প্রথম দফার ভোটে সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকা নিয়ে অনিশ্চিত নির্বাচন কমিশন। কমিশন সূত্রে খবর, প্রথম দফার তিনটি আসনে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করাতে প্রায় ৩৫০ কোম্পানি বাহিনী প্রয়োজন।

কমিশনের হিসাব বলছে, একটি বিধানসভা ক্ষেত্রের সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিতে হলে কমপক্ষে ১৬ কোম্পানি বাহিনী প্রয়োজন। ফলে একটি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য দরকার ১১২ কোম্পানি বাহিনী। ওই হিসাব অনুযায়ী ৩৩৬ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আনতে হবে তিনটি আসনের জন্য। এ ছাড়া ভোটের দিন নজরদারির জন্য বাড়তি বাহিনী প্রয়োজন।

কমিশন বলছে, ৮-১২টি বুথ নিয়ে একটি সেক্টর তৈরি হয়। একটি সেক্টরে ৮-১০ জন কেন্দ্রীয় বাহিনীর থাকে। অর্থাৎ, প্রথম দফার জন্য সব মিলিয়ে প্রায় ৩৫০ কোম্পানি বাহিনী লাগবে। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে প্রথম দফার দু'টি আসনে সব বুথে কেন্দ্রীয় দিতে পারেনি কমিশন। কমিশন সূত্রে খবর, ওই দুই আসনের জন্য ছিল ৮৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। কমিশনের একটি সূত্র বলছে, রাজ্যের প্রথম এবং দ্বিতীয় দফার ভোটে সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। কারণ, ওই দুই দফায় সারা দেশজুড়ে বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রয়োজন। প্রথম দফায় ২১ রাজ্যের ১০২টি আসনে ভোট রয়েছে। সম্প্রতি শুধু মণিপুরের জন্য তবে প্রথম দফার আগে রাজ্যে আরও কিছু বাহিনী কিছু বাহিনী আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ১৭৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এসেছে। কমিশন সূত্রে খবর, প্রথম দফার ভোটের আগে আরও কিছু বাহিনী রাজ্যে আসবে।

কপালে ব্যান্ডেজ নিয়েই ইফতার পার্টিতে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: কপালে ব্যান্ডেজ। সেই অবস্থাতেই ইফতার পার্টিতে যোগ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশে ছিলেন ফিরহাদ হাকিম, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যান্যরা। প্রতিবছরই ইফতার পার্টিতে যোগ দেন তিনি। এবারও তাঁর অন্যথা হল না। বৃহস্পতিবার পার্ক সার্কাসে ইফতার পার্টির আয়োজন করেছিল 'উদ্দীপনী' নামের একটি সংগঠন। তাতে প্রধান অতিথি ছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। বিশেষ অতিথি ছিলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। আমন্ত্রিত ছিলেন শহরের সব স্তরের জনপ্রতিনিধিরা। বেশ কিছুক্ষণ সেখানে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিনও

দেখা গেল মুখ্যমন্ত্রীর কপালে ব্যান্ডেজ। অর্থাৎ এখনও চোট পুরোপুরি সারেনি। তা সত্ত্বেও প্রতিবারের মতোই এবারও ইফতার পার্টিতে শামিল হলেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রসঙ্গত, ১৪ মার্চ বাড়িতেই চোট পান মুখ্যমন্ত্রী। একটু সুস্থ হতে না হতেই ছুটে গিয়েছিলেন নবান্নে। গার্ডেনরিচেও গিয়েছিলেন তিনি। চলতি মাসের ৩১ তারিখ কৃষ্ণনগরে যাবেন তিনি। ভোট প্রচার করবেন সেখানকার প্রার্থী মহুয়া মৈত্রর হয়ে। তার আগে এদিন ইফতার পার্টিতে দেখা গেল মুখ্যমন্ত্রীকে।

মুখ্যমন্ত্রীর 'মৃত্যুকামনা' মন্তব্য, নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হতে চলেছে তৃণমূল

মন্তব্যের পাল্টা ব্যাখ্যা দিয়েছেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিলীপ ঘোষের পর এবার প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কমিশনের দ্বারস্থ হচে চলেছে তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে বিরূপ মন্তব্যের কারণে এবার অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কমিশনে যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এক সাক্ষাৎকারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মৃত্যুকামনা' করেছেন তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় একটি সাক্ষাৎকারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মৃত্যুকামনা' করেছেন। সেই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই এবার কমিশনের দ্বারস্থ হচ্ছেন তাঁরা। এই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে একটি ভিডিও শেয়ার করা হয়েছে তাঁদের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে। এই পরিস্থিতিতে অভিজিৎ দাবি করেন, তিনি মোটেই মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যু কামনা করেননি। তাঁর মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যু কামনা নিয়ে ভুল বলা হচ্ছে। আসলে আমি ওটা আলঙ্কারিক অর্থে বলেছি।' তৃণমূলের বক্তব্য, ভারতীয় গণতন্ত্রে এ এক কালো দিন। যে ব্যক্তি কিছুদিন আগেও বিচারপতির আসনে আসীন ছিলেন, বিজেপিতে যোগ দিয়েই যিনি লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী হয়েছেন, সেই অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ই প্রকাশ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করলেন। এক্স হ্যান্ডেলের ওই বার্তায়, তৃণমূলের তরফ থেকে লেখা হয়, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একটু ভেবে দেখুন, আপনার পরিবারে কাদের সামিল করছেন আপনি?' এদিকে তৃণমূলের অন্দরের খবর,

বিষয়টি নিয়ে এবার নির্বাচন কমিশনকে দ্বারস্থ হতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। কেন একজন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এই ধরনের মন্তব্য করা হল তা নিয়ে কমিশনের কাছে নালিশ জানাবে তাঁরা। একইসঙ্গে তৃণমূলের তরফ থেকে এও দাবি করা হচ্ছে, যে ব্যক্তি মুখ্যমন্ত্রীকে মৃত্যুর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, অবিলম্বে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হোক। অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্যের বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা পদ্ম শিবিরকে বিদ্ধ করে জানান, 'বিজেপি নেতানেত্রীদের রাজনৈতিক সৌজন্যবোধ যে হারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে, তা সত্যিই লজ্জার, বাংলার মানুষই এর জবাব দেবেন। মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করে তমলুকের বিজেপি প্রার্থী, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় যে নক্কারজনক মন্তব্য করেছেন, তার ধিক্কার জানাই।'

একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্যের বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, 'বিজেপি নেতানেত্রীদের রাজনৈতিক সৌজন্যবোধ যে হারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে, তা সত্যিই লজ্জার! বাংলার মানুষই এর জবাব দেবেন। মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করে তমলুকের বিজেপি প্রার্থী, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় যে নক্কারজনক মন্তব্য করেছেন, তার ধিক্কার জানাই।' বিষয়টি নিয়ে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'আমি মুখ্যমন্ত্রী বলতে ওঁর দলকে বুঝিয়েছি। ওঁকে বোঝাতে চাইনি। তাঁদের দলের সময় ঘনিয়ে এসেছে।' কমিশনে নালিশ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'এই বিষয়ে যদি কমিশন আমার কাছে কিছু জানতে চায়, আমি তার জবাব দিয়ে দেব।'

জঙ্গিপুরে ত্রিমুখী লড়াইয়ে পাখির চোখ সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক

শুভাশিস বিশ্বাস

জঙ্গিপুরের রাজনৈতিক মানচিত্র কখনও হয়েছে লাল আবার কখনও তা গিয়েছে কংগ্রেসের দখলে। ৩৪ বছরের বাম জমানাতেও এই আসনে তিনবার জয়ী হয় কংগ্রেস। যার মধ্যে দু'বার জয় আসে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে। তবে ২০১৯-এ জঙ্গিপুরের দখল নেয় তৃণমূল। শুধু লোকসভা নির্বাচনই নয়, এই জয়ের ধারা অব্যাহত একুশের বিধানসভা নির্বাচনেও। সাতটি বিধানসভাই তৃণমূলের দখলে। বিধায়ক সুব্রত সাহার মৃত্যুতে ২০২৩ সালে সাগরদিঘি আসনে উপনির্বাচন হয়। সেই নির্বাচনে জয়ী হন বাম-কংগ্রেস প্রার্থী বাইরন বিশ্বাস। তবে কয়েক মাসের মধ্যে তিনিও যোগ দেন তৃণমূলে।

প্রসঙ্গত, জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা হল সুতি, জঙ্গিপুর, রঘুনাথগঞ্জ, সাগরদিঘি, লালগোলা, নবগ্রাম এবং খড়গ্রাম। ২০১৯ সালের সংসদ নির্বাচন অনুসারে জঙ্গিপুর আসনের মোট ভোটার ১৬,১৪,০৮১ জন। এর মধ্যে গ্রামীণ ভোটার প্রায় ৭৮.৫ শতাংশ। সেখানে শহুরে ভোটার প্রায় ২১.৫ শতাংশ। ২০১৯-এর হিসেব অনুসারে প্রদত্ত ভোটের হার ছিল, ৮০.৬ শতাংশ। তবে ২০১৬-তে এই হার ছিল সামান্য বেশি। ৮২.২ শতাংশ। জাতপাতের নিরিখে এই লোকসভা কেন্দ্রে খ্রিস্টান ০.২৫ শতাংশ, জৈন ০.০৮ শতাংশ, শিখ ০.০১ শতাংশ, মুসলিম ৬৩.২ শতাংশ, তপসিলি জাতি ১৬.৩ শতাংশ, তপসিলি উপজাতি ২ শতাংশ। এই লোকসভা কেন্দ্রের সাক্ষরতার হার ৫৭.০৯ শতাংশ।

তথ্য বলছে, ১৯৬৭ সালে প্রথমবার এই কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হয়। জয়ী হন কংগ্রেসের লুৎফল হক। ১৯৭২ সালের নির্বাচনেও তিনি জয়ী হন। ১৯৭৭ সালে বামেরা এই আসনে জয়লাভ করে। ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত আসনটি বামেদের দখলে ছিল। এরপর ১৯৯৬ সালে কংগ্রেস আসনটি পুনরুদ্ধার করে। তবে পাঁচ বছর পর আবার জয়ী হয় সিপিএম। তবে ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে এই আসনে প্রার্থী হন

প্রয়াত রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। অত্যন্ত জনপ্রিয় এই কংগ্রেস নেতা জয় পান সহজেই। আর তারই জেরে ২০১২ সাল পর্যন্ত তিনি জঙ্গিপুরের সাংসদও ছিলেন। ২০১২ সালে সাংসদ পদে ইস্তফা দিয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশ নেন প্রণববাবু। এরপর এই আসনে উপনির্বাচনে প্রণববাবুর পুত্র অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়কে প্রার্থী করে কংগ্রেস। উপনির্বাচনে তিনি জয়ী হন। ২০১২ সালের উপনির্বাচনে জয়ের পর অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়কে ফের প্রার্থী করে কংগ্রেস। এই নির্বাচনে এক দ্বিমুখী লড়াই হয় বাম ও কংগ্রেস প্রার্থীর মধ্যে। অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় পান ৩ লক্ষ ৭৮ হাজার ২০১ ভোট। সেখানে সিপিএম প্রার্থী মুজফ্ফর হোসেন পান ৩ লক্ষ ৭০ হাজার ৪০ ভোট। মাত্র ৮ হাজার ১৬১ ভোটে জেতেন অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়।

তবে ২০১৯-এ জঙ্গিপুরের বাম আর কংগ্রেসের আধিপত্যে প্রথম থাবা বসায় তৃণমূল। ঘাসফুল প্রার্থী খলিলুর রহমান পান ৫ লক্ষ ৬২ হাজার ৮৩৮ ভোট। অন্যদিকে, কংগ্রেস ও বামেদের পিছন ফেলে ৩ লক্ষ ১৭ হাজার ৫৬ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান দখল করেন বিজেপি প্রার্থী মাফুজা খাতুন। আর ২০১৪ সালের বিজয়ী প্রার্থী কংগ্রেসের অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় পান ২ লক্ষ ৫৫ হাজার ৮৩৬ ভোট।

২০২৪ সালের নির্বাচনেও খলিলুর রহমানকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল। অন্যদিকে, বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন জঙ্গিপুরের ভূমিপুত্র ধনঞ্জয় ঘোষ। তবে জঙ্গিপুরে এবারেও জয়ের ব্যাপারে ১০০ শতাংশ আশাবাদী তৃণমূল প্রার্থী খলিলুর রহমান। তিনি এই প্রসঙ্গে জানান, রাজ্য সরকারের উন্নয়ন দেখে ২০১৯ সালে জঙ্গিপুরের মানুষ আমাকে ২ লক্ষ ৪৫ হাজার ৭৮২ ভোটে জিতিয়েছেন। আমার প্রথম প্রতিশ্রুতি ছিল, মানুষের পাশে থাকব। গত পাঁচ বছর আমি মানুষের কাছেই রয়েছি। কোথাও কোনও অঘটন ঘটলে সর্বস্তরের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি। মোট ৩১ কোটি টাকার কাজ হয়েছে জঙ্গিপুরে। আমি বিশ্বাস করি কাউকে ভালোবাসলে তবেই ভালোবাসা পাওয়া যায়। মানুষ আমাকে ভালোবাসেন। আগামী দিনেও তাঁরা একইভাবে আমাকে পাশে পাবেন।'

বিস্তারিত পৃষ্ঠা ২-এ

এপ্রিলের শুরুতেই লক্ষ্মীর ভান্ডারের বর্ধিত সুবিধা পেতে চলেছেন বাংলার মহিলারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাতেগোনা আর কয়েকটা দিন মাত্র। তারপরেই শুরু হয়ে যাবে এপ্রিল মাস। আর এই এপ্রিল মাস থেকেই বাংলার মা-বোনেরা পেয়ে যেতে চলেছেন লক্ষ্মীর ভান্ডারের বর্ধিত সুবিধা। বাংলার প্রায় ২ কোটি ১৩ লক্ষ মহিলা এখন লক্ষ্মীর ভান্ডারের সুবিধা পান। এতদিন এই মহিলাদের মধ্যে যারা তপসিলি জাতি বা উপজাতির মহিলা ছিলেন, তাঁরা পেতেন মাসে ১০০০ টাকা করে বছরে ১২ হাজার টাকা। এপ্রিল মাস থেকে সেটাই বেড়ে হচ্ছে মাসে ১২০০ টাকা কর্বে বছরের ১৪৪০০ টাকা। সাধারণ ঘরের মহিলারা মাসে পেতেন ৫০০ টাকা করে বছরে ৬ হাজার টাকা। এপ্রিল মাস থেকে তাঁরাই এবার পেতে চলেছেন মাসে ১০০০ টাকা করে বছরে ১২ হাজার টাকা। এই বর্ধিত সুবিধাকে তুলে ধরেই এবার বাংলার ঘরে ঘরে আমাদের মা লক্ষ্মীদের কাছে চলে আসছে তৃণমূল কংগ্রেসের শুভেচ্ছা বার্তা।

শুভেচ্ছা বার্তার অঙ্গ হিসাবে সব লক্ষ্মীর ভান্ডারের উপভোক্তাদের দেওয়া হচ্ছে একটি করে মানিব্যাগ। সম্পূর্ণভাবে দূষণরহিত এই কাপড়ের মানিব্যাগের একদিকে লেখা থাকছে, 'পাঁচশো টাকা বেড়ে গিয়ে এখন হল হাজার, তপসিলি মা বোনেরা পাবে বারোশো এবার।' অপরদিকে লেখা থাকছে, 'আপনার জন্য নববর্ষের উপহার, দিদি বাড়ালো লদীর ভান্ডার।' উল্লেখ্য একুশের ভোটের আগেই লদীর ভান্ডারের প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২১ সাল থেকে চালু হওয়া এই প্রকল্পই এখন বাংলার সর্ববৃহৎ সরকারি প্রকল্পে রূপান্তরিত হয়েছে। সেই সঙ্গে দেশের অনেক রাজ্যের কাছেই তা মডেল প্রকল্প হয়ে উঠেছে। কর্নাটক, হিমাচলপ্রদেশ, দিল্লি, তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যে বাংলার লদীর ভান্ডার প্রকল্পের ধাঁচে সেখানকার মহিলাদের জন্য প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছে।

লক্ষ্মীর ভান্ডারকে সামনে রেখে তৃণমূল বাংলায় ভোট যুদ্ধের প্রচারও শুরু করে দিয়েছে। ভোট প্রচারে বেরিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগকে তুলে ধরছে তৃণমূল। পাশাপাশি প্রচারে হাতিয়ার করা হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন সরকারের জনপ্রিয় প্রকল্পগুলিকে। আর এই প্রকল্পের তালিকায় প্রথম সারিতেই রয়েছে লক্ষ্মীর ভান্ডার। প্রার্থীদের দেওয়াল লিখনেও উঠে আসছে লদীর ভান্ডারের ছবি। ২০২১ সালে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে এই প্রকল্পের সুফল মিলেছিল তৃণমূলের ভোটবাক্সে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনেও লদীর ভান্ডারের গুণে তৃণমূলের ভোট ভান্ডার ভরেছে। এবারের লোকসভা নির্বাচনে তাই লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে তৃণমূল। দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে ভোটের প্রচারে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পকে। জায়গায় জায়গায় তৃণমূলের প্রার্থীদের নামের পাশে বড় বড় করে আঁকা হচ্ছে লদীর ভান্ডার। আর এবার তো বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছে শুভেচ্ছা বার্তা।

ছুটির দরখাস্ত দিতে এসে আচমকা প্রসব যন্ত্রণা, গাছ তলায় জন্ম শিশুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: প্রসবের দিন ছিল আসন্ন। ছুটির জন্য দরখাস্ত ও অন্যান্য দরকারি কিছু কাগজ দিতে সেন্টারে এসেছিলেন সেখানকারই এক কর্মী। আচমকা প্রসব যন্ত্রণা ওঠে। ওই পরিস্থিতিতে দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই প্রসব হয় তাঁর। পুত্র সন্তানের জন্ম দেন হাওড়ার পাঁচপাড়া পঞ্চায়েতের রঘাদাসী মহাবীরতলা এলাকার সুরথমোহন পাল শিক্ষায়তন স্কুলে আইসিডিএস কর্মী অঞ্জলি মুর্মু সামন্ত।

পাঁচপাড়া পঞ্চায়েতের আইসিডিএস সুপারভাইজার জানান, অঞ্জলি সকালে আসেন ছুটির জন্য কাগজ ও কাজের রিপোর্ট জমা দিতে । সেখানে আসার কিছুক্ষণ পরেই প্রসব যন্ত্রনা ওঠে। তিনি বট গাছের তলায় বসে পড়েন। অন্যান্য আইসিডিএস কর্মীরা কী করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। ঘটনার কথা জানতে পেরে আশেপাশের বাড়ির ও পড়ুয়াদের মায়েরা এগিয়ে আসেন, তার মধ্যে রিংকু দেবী নামে এক মহিলা প্রধান ভূমিকা পালন করেন। তারই সহযোগিতায় অঞ্জলিদেবী পুত্রসন্তান প্রসব করেন । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন পাঁচপাড়া পঞ্চায়েতের সদস্য প্রিয়াঙ্কা পারুই। তিনি জানান ওই সময় অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যাচ্ছিল না, তাই নাজিরগঞ্জ তদন্ত কেন্দ্রর পুলিশ এসে তাদের গাড়ি করেই মা ও শিশুকে ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্র হাজী এসটি মল্লিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানে চিকিৎসা করা হয় মা ও শিশুর। দু'জনেই সুস্থ আছেন বলে হাসপাতাল সূত্রের খবর। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সুমন বক্সী বলেন, 'প্রসবের পর আমাদের হাসপাতালে আসেন ওরা। আমাদের তরফ থেকে সবই করা হয়েছে। বাচ্চা এবং মায়ের আরও ভালো দেখভালের জন্য সেখান থেকে অন্য সেন্টারে রেফার করা হয়েছে। এপ্রিল মাসের ২৪ তারিখে ওনার প্রসবের সময় থাকলেও তার আগে প্রসব হয়ে যায়। যদিও রোগীর এটি দ্বিতীয় সন্তান।' অন্যান্য আইসিডিএস কর্মীরা জানিয়েছেন প্রথমদিকে কিছুটা ঘাবড়ে গেলেও তারা মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করেছেন। এমনকি দাই মা থেকে আশা কর্মী এবং পুলিশকে খবর দেওয়া, সবটাই নিজেদের হাতে সামলেছেন। পাঁচপাড়া পঞ্চায়েতের আইসিডিএস সুপারভাইজার তৃণা রায় জানিয়েছেন ওই শিক্ষিকা প্রসবকালীন ছুটির জন্য দরখাস্ত জমা দিতে এসেছিলেন। মা এবং সন্তান সুস্থ আছে জেনে তাঁরা খুশি।

বকেয়া বেতনের দাবিতে সাগরদত্ত হাসপাতালে বিক্ষোভ অস্থায়ী কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বকেয়া বেতনের দাবিতে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে কাজ বন্ধ রেখে বিক্ষোভ দেখালেন কামারহাটি সাগরদত্ত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মীরা। বিক্ষোভের জেরে ব্যাহত হয় হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে এদিন দুপুরে তাঁরা বিক্ষোভ প্রত্যাহার করে নিয়ে কাজে যোগ দেন। ঠিকাদারি সংস্থার অধীনে কামারহাটি সাগর দত্ত হাসপাতালে প্রায় পাঁচশোর মতো অস্থায়ী কর্মচারী রয়েছেন। তারা হাসপাতালে বিভিন্ন বিভাগে কাজ করেন। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, গত দু'মাস ধরে অস্থায়ী কর্মীদের বেতন দেওয়া হচ্ছেনা। মিলছে না বোনাস। পিএফের টাকা ঠিকমতো জমাও পড়ছে না। এমনকি বেশি কথা বললে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়ারও হুমকি দিচ্ছে ঠিকাদারি সংস্থা। বকেয়া বেতনের দাবিতে অস্থায়ী কর্মীরা একজোট হয়ে প্রথমে হাসপাতালে বহির্বিভাগ এবং পরে হাসপাতাল সুপারের ঘরের সামনে বিক্ষোভ দেখান। বেলা বাড়তেই হাসপাতাল সুপার সুজয় মিস্ত্রি বিক্ষোভরত অস্থায়ী কর্মচারীদের প্রতিনিধি দলকে ডেকে আলোচনায় বসেন। প্রয়োজনীয় আশ্বাস পেয়ে এদিন দুপুরে বিক্ষোভ তুলে নিয়ে কাজে যোগ দেন ওই অস্থায়ী কর্মীরা। হাসপাতাল সুপার সুজয় মিস্ত্রি বলেন, 'ঠিকাদারি সংস্থার অধীনে কাজ করেন অস্থায়ী কর্মীরা। কিন্তু হাসপাতালের তরফে সময় মতো ওই ঠিকাদারি সংস্থাকে পেমেন্ট করে দেওয়া হয়েছে।' কেন কর্মীদের বেতন দেওয়া হচ্ছে না, তা জানতে ওই ঠিকাদারি সংস্থার সঙ্গে তিনি কথা বলবেন।

শনি ও রবিবার ছুটির দিনেও খোলা থাকবে ট্রেজারি ও পে অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিস

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার অর্থ বছর শেষ তিন দিন আগেই। যার জেরে সমস্যায় পড়েছিল রাজ্য সরকারের বেশ কিছু দপ্তর। তাই শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদল করল নবান্ন। বৃহস্পতিবার বিকেলে অর্থ দপ্তর বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানাল আগামী শনি ও রবিবার ছুটির দিনেও খোলা থাকবে ট্রেজারি এবং সরকারি দপ্তরের পে অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিস।

খাতায় কলমে ২৩-২৪ আর্থিক বছরের শেষ দিন ৩১ মার্চ। কিন্তু নবান্ন সূত্রের খবর, শুক্র থেকে রবি পর পর ৩ দিন ছুটি থাকায় বৃহস্পতিবারই সরকারি ভাবে অর্থবর্ষের শেষ দিন বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। আর তার জেরে বকেয়া বাজেট খরচ করার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়ে যায় বেশ কিছু দপ্তর। সেই সব দপ্তরের মধ্যে রয়েছে পূর্ত, পরিবহণ, সেচ, জনস্বাস্থ্য কারিগরি-সহ আরও কয়েকটি দপ্তর। রাজ্যের সব দপ্তরকে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এদিন বিকেল ৪টের পর আর নতুন করে কোনও বিল জমা দেওয়া যাবে না। এমনকী, ট্রেজারি বা পে অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিসেও কোনও আর্থিক লেনদেন হবে না। এভাবে টানা ৩ দিন ট্রেজারি বন্ধ থাকায় সংশোধিত বাজেটের খরচ নিশ্চিত করা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়। তা ছাড়া এই দপ্তরগুলিকে নিত্য প্রয়োজনীয় কাজের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। বৃহস্পতিবার বিকেলে থেকে সব আর্থিক লেনদেন বন্ধ হওয়ায় সমস্যা বাড়ে। বিভিন্ন দপ্তরের তরফে এনিয়ে অর্থ দপ্তরের কাছে দরবার করা হয়। তার পরেই সিদ্ধান্ত বদল। বিকেলে অর্থ দপ্তর নতুন করে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানায় শনি ও রবিবার ট্রেজারি এবং অ্যাকাউন্টস অফিসগুলি খোলা থাকবে। রবিবার বিকেল ৪ টে পর্যন্ত সেখানে বিল পত্র জমা দেওয়া যাবে। এই নির্দেশের পরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্তারা।

যদিও অর্থ দপ্তরের একাংশের দাবি, এ বছর যে রাজ্য সরকারের অর্থবর্ষ ২৮ তারিখেই শেষ হচ্ছে, তা বহু আগেই রাজ্য সরকারের সব দপ্তরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও দপ্তর ভিত্তিক আগাম কোনও ব্যবস্থা না করাতেই এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। তাদের আরও দাবি, শেষ ৩ দিনের ছুটির কথা মাথায় রেখে আগেভাগেই নির্দেশিকা জারি করেছিল অর্থ দপ্তর। সেই নির্দেশিকা মেনে কাজ করতে বলা হয়েছিল সব দপ্তরকে এবং ট্রেজারিতে নিযুক্ত আধিকারিকদের। সেই নির্দেশিকা মানা হলে এ ভাবে দপ্তরগুলিকে বিপাকে পড়তে হত না। তবে বিপাকে পড়া দপ্তরগুলিরও পাল্টা যুক্তি রয়েছে। অর্থ দপ্তরের নির্দেশিকা তাদের হাতে আসার পরেই তা মেনে কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু পূর্ত, পরিবহণ, সেচের মতো দপ্তরগুলিকে জেলাভিত্তিক প্রতি দিন কোনও না কোনও নির্মাণ কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয়। এমন পরিস্থিতিতে জরুরি ভিত্তিতে অনেক কাজ করতে হয়। সেই সব কাজ করতে বহু ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সুযোগ-সুবিধার কথা মাথায় রাখতে হয়। সে ভাবেই ট্রেজারির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। আচমকা ২৮ তারিখে অর্থবর্ষ শেষ হয়ে যাওয়ায় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল।

বিশেষ ওয়াটার প্রুফ ব্যাগে পাহাড়ে পৌঁছবে ভোট যন্ত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোট দিতে কোনও বুথে যেতে গেলে প্রায় ৬ কিলোমিটার পথ হাঁটতে হয় অথবা কোনও বুথে যেতে গেলে প্রায় ১০ কিলোমিটার প্রত্যন্ত পাহাড়ি পথ পাড়ি দিতে হয় সেই পায়ে হেঁটেই। আমাদের রাজ্যেরই উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বুথগুলির দূরত্ব ঠিক এমনই। আলিপুরদুয়ারের বক্সা পাহাড়ের কোলে অবস্থিত তিনটি বুথ বক্সা দুর্গ, চুনাবতি এবং আদামা। এই তিনটি বুথ মিলিয়ে প্রায় ২০০০ ভোটার রয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে যদি উচ্চতা দেখা যায় তাহলে প্রায় তিন হাজার ফিট উঁচুতে অবস্থিত এই তিনটি বুথ। ঠিক একই রকম ভাবে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছতে গেলে ভোট কর্মীদের ও একই ঝক্কি পোহাতে হয়। পাশাপাশি নানা প্রতিকূলতার সামনা করতে হয় ভোটকর্মীদের। সেখানে অনবরত এবং বিভিন্ন সময়ে বৃষ্টির ফলে ভোটের জন্য প্রয়োজনীয় ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সম্ভাবনা দেখা যায় । এই নিয়ে উদ্বেগে থাকতো ইলেকশন কমিশন।

এবারে এই প্রথম রাজ্যে অভিনব উদ্যোগ নিল নির্বাচন কমিশন। তাই উত্তরবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক এবং জেলা নির্বাচনী আধিকারিক আর বিমলা- র দিকে। এই ভোটের সরঞ্জাম নিয়ে যাওয়ার জন্য বিশেষ ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগের ব্যবস্থা করে দিলেন তারা। এতে ভোটের সরঞ্জাম নিয়ে যাওয়া যাবে বৃষ্টির মধ্যেও খুব সহজে।

উল্লেখ্য, আলিপুরদুয়ারের এই বুথগুলির মতন পাহাড়ের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সারা উত্তরবঙ্গে অনেক বুথ রয়েছে। ফলে এখানেও একই রকম প্রাকৃতিক সমস্যা দেখা যায়, তাই সেখানে আগে থেকেই এই ওয়াটার প্রুফ ব্যাগে ভোটের সরঞ্জাম নিয়ে যাওয়া হয়। এর ফলে শুধুমাত্র ভোটকর্মীরাই উপকৃত হবেন না, সঙ্গে এখানকার প্রায় ২০০০ ভোটারও উপকৃত হবেন।

সত্যধর্ম প্রচার সংঘের ৬৮তম বার্ষিক উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব প্রতিষ্ঠিত এবং প্রবর্তিত সত্যধর্ম প্রচার সংঘের (পার্কের নামে) ৬৮ তম বার্ষিক উৎসব রবিবার ৩১ মার্চ দক্ষিণেশ্বরের অদূরে তাঁতিপাড়া সীতারামদাস বৈদিক মহাবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত নামসংকীর্তন, ভাগবৎ পাঠ, ধর্মালোচনায় অংশ নেবেন বিভিন্ন মঠের সন্ন্যাসী মহাত্মাগণ।

জঙ্গিপুরে ত্রিমুখী লড়াইয়ে পাখির চোখ সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক

প্রথম পাতার পর

এদিকে বিজেপি প্রার্থী ধনঞ্জয় ঘোষ জানান, 'জঙ্গিপুরে গত লোকসভা নির্বাচনে ৩.১৭ লক্ষ ভোট পেয়েছিল বিজেপি। এদিকে বিজেপির রাজ্য কমিটির ধারনা, কংগ্রেস ও তৃণমূলের মধ্যে এবার সংখ্যালঘু ভোট ভাগ হবে, যা গত লোকসভা নির্বাচনে হয়নি। এ বারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাম ও কংগ্রেসের আসন বেড়েছে। অন্যদিকে বড় ফ্যাক্টর হবে তৃণমূলের দুর্নীতি ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। শুধু তাই নয়, পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রের মোদি সরকার যে টাকা পাঠাচ্ছে তা রাজ্যের তৃণমূল সরকার খরচ করতে পারছে না। এতে দলের কোনও স্বচ্ছ ভাবমূর্তি তৈরি হয়নি জঙ্গিপুরের মানুষের কাছে। বরং লালগোলা ও সাগরদিঘিতে কংগ্রেস কিছুটা ভাল অবস্থায় আছে তৃণমূলের চেয়ে। তাই জঙ্গিপুরে এ বারে লড়াই হবে সরাসরি ত্রিমুখী। ফলে সাড়ে ৪ লক্ষ ভোট পেলেই জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে।'

এদিকে জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস বাজি মর্তুজা হোসেন ওরফে বকুল। কংগ্রেস সরকারের মন্ত্রী আব্দুস সাত্তার মুর্শিদাবাদে 'সবুজ বিপ্লব' এনেছিলেন বলে মনে করেন অনেকেই। সেই আব্দুস সাত্তারের নাতি এই মর্তুজা হোসেন। ১৯৯১ সাল থেকে রাজনীতির আঙিনায় ঘোরাফেরা করছেন বকুল। ১৯৯৮ সালে লালগোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হন। ২০০৩ সালে নির্বাচনে জিতে জেলা পরিষদ সদস্য হন লালগোলা থেকে। এরপর ২০১৩ থেকে ২০১৮ কংগ্রেস পরিচালিত মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষও হন। সঙ্গে রয়েছে তাঁর স্বচ্ছ ভাবমূর্তি। ফলে এবার জঙ্গিপুরে সম্ভাবনা ত্রিমুখী এক লড়াইয়ের।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবি পরিবর্তন

আমি মলয় কুমার চট্টোপাধ্যায়, পিতা ঁশৈলেশ কুমার চট্টোপাধ্যায়, ঠিকানা ভুবন চন্দ্র ভড় রোড, চন্দননগর, হুগলী, চন্দননগর কোর্টের ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট নং. 4555, Dt. 13.09.2022 বলে মলয় কুমার চ্যাটার্জী হইলাম। মলয় কুমার চট্টোপাধ্যায় ও মলয় কুমার চ্যাটার্জী এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম-পদবী

L.I.C. এর ৪২৫৫২৭১৯০ পলিসিতে আমার নাম কালু সেখ, পিতা-নজের আলী ছিল। গত ২১-০৩-২৪ তারিখে বহরমপুর কোর্টে এফিডেভিট করে আমি জেনারুল সেখ, পিতা- নজের আলী সেখ নামে পরিচিত হলাম।

নাম সঠিককরণ

আমি কানাই লাল মণ্ডল, আধার নং 877661463246, প্যান নং BYSPM7110G, সর্বসাধারণকে অবগত করাচ্ছি যে, কানাই মণ্ডল এবং কানাই লাল মণ্ডল, একই ব্যক্তি, আমি আমার মেয়ে টুম্পা মণ্ডলের প্যানকার্ড BGKPM6846B তে পিতা হিসাবে উল্লিখিত কানাই মণ্ডল আমিই।

আইনি নোটিশ

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার মক্কেল নাম শ্রী দীপক কুমার বসাক, পিতা শ্রী বিষ্ণুপদ বসাক, সাকিন ৫৬/৬, নবীন চন্দ্র দাস রোড, কলকাতা : ৭০০০৯০, থানা : বরাহনগর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা মূল বিক্রয় দলিল (বাংলা সাফ বিক্রয় কবলা) দলিল নং ০৪৭০৬/১৯৭৮, টবীন রোড, বরাহনগর হারিয়ে ফেলেছেন, এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বরাহনগর থানায় ০৫.০৩.২০২৪ তারিখে জেনারেল ডায়েরি (জি ডি এন্ট্রি নং ৩৩৬) দাখিল করেছেন। কোনও ব্যক্তি উক্ত নথি পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

তমাল চক্রবর্তী,
অ্যাডভোকেট,
বারাকপুর আদালত,
যোগাযোগ নং : ৬২৯১০৭২৪৭৪

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিজ্ঞপ্তি

জেলা জজ আদালত, সিউড়ী, বীরভূম

O.S.-13/2023

দরখাস্তকারীঃ- বিপ্লব মন্ডল, পিতা- জগৎবন্ধু মন্ডল, সাকিম- রামপুর, পোঃ বুজুং, থানা- নলহাটি, জেলা-বীরভূম। এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারী, রামপুর নিবাসী রামকৃষ্ণ মন্ডলের পুত্র পরেশ মন্ডলের ৫-৭-২০২২ তারিখে সম্পাদিত নিম্ন তপশীল সম্পত্তি লইয়া একখানি উইল প্রবেট পাইবার জন্য অত্রাদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন, উপরোক্ত বিষয়ে কাহার কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে অত্রাদালতে হাজির হইয়া বক্তব্য জানাইবেন। নচেত আইনানুসারে আদেশ হইয়া যাইবে।

তপশীল

১) জেলা-বীরভূম, থানা- মাড়গ্রাম বর্তমানে তারাপীঠ, চৌকি + সাবরেজিস্ট্রি রামপুরহাট, মৌজা- চন্ডীপুর, জে.এল-৬২, L.R. Kh.- 07,05,3438 দাগ নং- ৯৫৮, পরিমান- ১৬ শতক মধ্যে ১.৫ শতক, শ্রেণী- ডাঙ্গা বর্তমানে বাড়ী।

২) জেলা-বীরভূম, থানা- নলহাটী, সাঃরেঃ নলহাটি, চৌঃ রামপুরহাট, মৌজা- ভদ্রপুর, জে.এল. নং-৯০, L.R. Kh- 2260, 1638, 1835 দাগ নং- ২২২৩/৪৫৯৯, পরিমাণ- ১৬ শতক মধ্যে ১.৫ শতক, শ্রেনী- সৈয়েম দাগ নং-২৩০৮, পরিমাণ- ১২ শতক মধ্যে ৬ শতক, শ্রেণী- সৈয়েম, দাগ নং-২২৭০/৪৬০৮, পরিমাণ- ১৬ শতক, শ্রেণী- সৈয়েম, দাগ নং- ২১৯৪, পরিমাণ- ৪.৫ শতক, শ্রেনী- সৈয়েম, দাগ নং- ২২২৩/৪৫৯৫, পরিমাণ- ২.৫ শতক, শ্রেনী- সৈয়েম।

৩) জেলা-বীরভূম, থানা ও সাঃ রেঃ নলহাটি, চৌঃ রামপুরহাট, মৌজা-বুজুং, জে.এল-৮১, L.R. Kh- 2542, দাগ নং- ২২৬০, পরিমাণ- ২২.৫ শতক মধ্যে ৫.২৫ শতক, শ্রেনী- সৈয়েম, দাগ নং- ২০৫৬, পরিমাণ- ৯.৭৫ শতক, শ্রেনী- সৈয়েম, দাগ নং- ২০৯২, পরিমাণ- ৩ শতক, শ্রেনী- সৈয়েম, দাগ নং- ২০৯৫, পরিমাণ- ১ শতক, শ্রেনী- সৈয়েম, দাগ নং- ২১১৪, পরিমাণ- ১ শতক, শ্রেনী- সৈয়েম, দাগ নং- ২১১৩, পরিমাণ- ১ শতক, শ্রেনী- সৈয়েম, দাগ নং- ২১১৬, পরিমাণ- ১ শতক, শ্রেনী- সৈয়েম, দাগ নং- ২১০৭, পরিমাণ-১.৫ শতক, শ্রেনী- সৈয়েম।

৪) জেলা-বীরভূম, থানা ও সাঃ রেঃ নলহাটি, চৌঃ- রামপুরহাট, মৌজা- ভদ্রপুর, জে.এল.-৯০, L.R. Kh- 2260,1638,1835, দাগ নং- ২২৬০, পরিমাণ- ২১ শতক মধ্যে ১০.৫ শতক, শ্রেনী- সৈয়েম।

আদেশানুসারে
শ্রী ধনপতি মুর্মু
সেরেস্তাদার
জেলা জজ আদালত, সিউড়ী,
বীরভূম, ২০-০৩-২০২৪।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৯ শে মার্চ। শুক্রবার। ১৫ ই চৈত্র। চতুর্থী তিথি। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধের মহাদশা বিংশোত্তরী বৃহস্পতি মহাদশা কাল মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : শুভদিন। সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ, পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সন্তানের বিদ্যালয়ে নিয়ে যে সমস্যা ছিল, সেটা মিটে যাবে। গৃহ শিক্ষকের আচরণে, যে ঘটনাটি ঘটেছিল তাও মিটে যাবে। ঊর্ধ্বোদন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির যোগ। বাণিজ্য ও শুভ দিন তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা। নতুন যোগাযোগের দ্বারা দোকান ভূমি সম্পত্তি বিষয় সুখ বৃদ্ধি। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃষ রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি চলা উচিত। পরিবার পরিজন বন্ধু-বান্ধবের থেকে দুঃখ প্রাপ্তির দিন। প্রেমিকের কথায় বিতর্ক তৈরি হবে। প্রেমে দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। পরিবারে প্রবীণ নাগরিকের কথা নিয়ে বিতর্ক। পরিবারের স্বামী স্ত্রীর দ্বন্দ্ব। বাণিজ্যে অর্থ লাভের পথ আটকে যাবে। আজ বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা। সতর্ক থাকা উচিত ধৈর্য রাখলে শুভ।নিমন্ত্রণ বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে শরীর খারাপের প্রবল সম্ভবনা। হজম সংক্রান্ত কোনো সমস্যা বৃদ্ধি পাবে। ওম নামো শিবায় বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : আজ শুভ দিন। শুভ যোগাযোগের দ্বারা কর্মে অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা। চিন্তা করে ভেবে কথা বললে, দাম্পত্যেও সুখ। বৃদ্ধ দ্বারা কোন শুভ সম্পর্ক তৈরি হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য খুবই শুভ দিন। উচ্চ বিদ্যা যোগে যারা চেষ্টা করছেন তাদের সফলতা নিশ্চিত বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল দোকান ব্যবসা করেন যারা তাদেরও লাভ-প্রাপ্তির দিন। হর হর মহাদেব বলুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : দাম্পত্য কলহ থাকবে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা যে সমস্যা মুক্তির পথ দেখেছিলেন, আজ তা দুশ্চিন্তায় ভরা থাকবে। কর্মে বিভ্রান্তিকর অবস্থা থাকবে। সকাল বেলায় কোন প্রতিবেশী দ্বারা বিতর্কের সম্ভাবনা। সতর্ক থাকা। ধৈর্য ধরা। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদের ধৈর্য রাখতে হবে। দেবী মাহা লক্ষ্মীর পুজো করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : সতর্ক থাকুন আজকের দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার ধারণ করতে পারে। যে প্রভাবশালী মানুষ কথা দিয়েছিলেন যে, আপনার কাজটা করে দেবেন, তিনি কথা রাখতে পারলেন না, বলে কিছু সমস্যা তৈরি হবে। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ বিতর্ক দানা বাঁধবে, পরিবারে এক নারীকে কেন্দ্র করে। যারা নতুন ব্যবসা শুরু করবেন ঠিক করেছেন তারা একটু ধৈর্য ধরুন। নারায়ণ শ্রী বিষ্ণু স্তোত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : সম্প্রতি ছোট ভ্রমণে যাওয়ার জন্য পরিবারে, অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হবে। যে ছোট ভ্রমণে যাওয়া হয়েছিল তাকে কেন্দ্র করে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিতর্কিত কোন মানুষের দ্বারা কষ্টপ্রাপ্তি। দুখে প্রাপ্তি। বাড়িতে জল কল আলো এই বিষয়ে সঠিক মিস্ত্রির প্রয়োজন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ নয়। প্রেমিক যুগল ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়বেন। গণেশ স্তোত্রম পাঠ করলে উপকৃত হবেন।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সন্তানের সাফল্যে আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে কোনো ছোট অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা। ছোট ভ্রমণের পরিকল্পনা। সুখ -বুদ্ধি। স্বজন বান্ধব দারা শান্তির বাতাবরণ। বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। বাস্তু কৃষি জমি বিষয় কাজ করেন, তাদের হঠাৎ অর্থ প্রাপ্তি আয় বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠদের মতামত নিন এগিয়ে চলুন হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলো।

বৃশ্চিক রাশি : মানসিক শান্তি পাওয়া যাবে। আজ সুখের দিন। যারা বেতনভুক কর্মচারী তারা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের, কিছু সহযোগিতা নিশ্চয়ই পাবেন। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদের পুরাতন বান্ধব, প্রতিবেশী দ্বারা সহাযোগিতা প্রাপ্তির দিন। পরিবারের দাম্পত্য শান্তি। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি বিদ্যা যোগ শুভ। শিক্ষকের যে আচরণে কষ্ট পেয়েছিলেন আজ সেখানে শান্তির বাতাবরণ। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদান করুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : সকালের দিকে সতর্কতা অবলম্বন করুন। প্রতিবেশীর দ্বারা বিবাদ বিতর্ক। বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পরিবারে এক অশান্তির বাতাবরণ। ওম্ শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি, উচ্চারণ করে ধৈর্য রাখলে সন্ধ্যার পর সম্মান প্রাপ্তি। বাণিজ্যের নতুন পথের সন্ধান। অর্থপ্রাপ্তি। বাড়ি জমি বাস্তু নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার দাম্পত্যের ভুল বোঝাবুঝি চলবে। ধৈর্য রাখলে উচ্চ বিদ্যা নিয়ে যারা পড়াশোনা করছেন, তাদের শুভ হবে। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে তুলসী পত্র প্রদান করুন। নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : পরিবেশ, বাড়ি বাস্তু শুভ। আজ সচেতন থাকা ভালো। পরিবারের অনাত্মীয় দ্বারা কিছু বিতর্কের তৈরি হবে। পরিবারে দুটি বা তিনটি সন্তান থাকলে তাদের একজনকে নিয়ে কিছু বিতর্ক তৈরি হবে। যা পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ আনবে। যাদের বাড়িতে ভাড়াটিয়া আছে কিছু বিতর্কের সম্ভাবনা তাদের সাথে। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্বপত্র প্রদান করুন, শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ প্রতিভার স্বীকৃতি। কর্মে শান্তির বাতাবরণ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় কর্মে উন্নতির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্য অর্থ-প্রাপ্তির প্রবল। যারা ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রিক্যাল কর্মে আছেন, তাদের শান্তির বাতাবরণ। দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে স্বপ্ন পূরণের সম্ভাবনা। ধৈর্য সহ, কথা কম বলে, অন্যের কথাকে মান্যতা দিলে, নিশ্চয়ই শুভ বৃদ্ধি হবে।

মীন রাশি : আজ নতুন ব্যবসায়িক কোনো বড় চুক্তির সম্ভাবনা। ধৈর্য রাখলে আজ অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সকাল বেলায় প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির যোগ। পরিবারের সন্তানের সফলতা।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৯ মার্চ ২০২৪ ১৫ চৈত্র ১৪৩০ শুক্রবার

শাহজাহান ইডি আধিকারিকদের ওপর হামলায় উস্কানি দিয়েছিলেন

আদালতে দাবি সিবিআই-এর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শেখ শাহজাহানের নির্দেশেই সেদিন সন্দেশখালিতে ইডি-র ওপর হামলা হয়েছিল। শাহজাহান বাড়ির পাশ থেকে ফোনে 'অনুগামী'-দের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। বাড়ির সামনে জড়ো করেছিলেন। তাঁর নির্দেশেই সমস্তটা হয়। বৃহস্পতিবার বসিরহাট আদালতে এমনটাই দাবি করলেন সিবিআইয়ের আইনজীবী। তাঁর দাবি, তদন্তে এ সব তথ্য উঠে এসেছে। শাহজাহানকে ১২ দিনের জন্য জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। অন্য একটি মামলায় পাঁচ দিনের জন্য জেল হেপাজত হয়েছে।

সন্দেশখালি কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত সাসপেন্ড হওয়া তৃণমূল নেতা শাহজাহানকে ছ'দিনের সিবিআই হেপাজত শেষে বৃহস্পতিবার আদালতে তোলা হয়েছিল। তবে এদিন সিবিআইয়ের পক্ষ থেকে আর শাহজাহানকে হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়নি।

শাহজাহানের সঙ্গে সুকোমল সর্দার এবং মেহেবুর মোল্লাকেও হাজির করানো হয় আদালতে। তাঁদেরও ১২ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে বসিরহাটের মহকুমা আদালত। শাহজাহান 'ঘনিষ্ঠ' অজিত মাইতিকে আবার পাঁচ দিনের জন্য হেপাজতে নিয়েছে সন্দেশখালি থানার পুলিশ। গত ৫ জানুয়ারি রেশন দুর্নীতি মামলায় সন্দেশখালিতে শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশিতে গিয়েছিল ইডি। সেই সময়েই স্থানীয়দের হাতে নিগৃহীত হন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা। তিন আধিকারিককে কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেই থেকে শাহজাহান 'বেপাত্তা' ছিলেন। তার পর শাহজাহান অনুগামীদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ তুলে পথে নামেন সন্দেশখালির বাসিন্দাদের একাংশ। শাহজাহান-ঘনিষ্ঠ দুই নেতা উত্তম সর্দার এবং শিবপ্রসাদ হাজরা ওরফে শিবুকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তবে শাহজাহানের খোঁজ মিলছিল না।

সন্দেশখালিত হামলার ঘটনায় তিনটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। যা নিয়ে হাই কোর্টে যায় কেন্দ্রীয় সংস্থা। হাই কোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের বেঞ্চ ইডি আধিকারিকদের উপর আক্রমণের ঘটনায় সিবিআই এবং রাজ্য পুলিশকে যৌথ ভাবে সিট গঠনের নির্দেশ দিয়েছিল। যাকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যায় ইডি এবং রাজ্য পুলিশ। সেখানে গত ৭ ফেব্রুয়ারি সিট গঠনের উপর স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়। ওই নির্দেশে বলা হয়েছিল, রাজ্য পুলিশও এই সংক্রান্ত তদন্ত থেকে দূরে থাকবে।

কাজে ইস্তফা দিয়ে ভোটে লড়তে চিকিৎসকদের কোনও বাধা নেই

একটি মামলায় বলল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কাজে ইস্তফা দিয়ে ভোটে অংশ নিতে পারবেন চিকিৎসকরাও। এই সংক্রান্ত একটি মামলায় বৃহস্পতিবার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা বলেন, 'চিকিৎসক এমনিতে জনতার সেবক। কিন্তু তিনি যখন ভোটে লড়তে চান, তখন বুঝতে হবে যে তিনি বৃহত্তর স্বার্থে জনতার কাজ করতে চান।'

আসলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সার্ভিস রুলস অনুযায়ী চিকিৎসক, পুলিশ, দমকল বিভাগের মতো জরুরি পরিষেবার আওতায় থাকা কর্মীরা ভোটে লড়তে চাইলে বেশ কিছু বিধিনিষেধ রয়েছে। কিন্তু আদালতের পর্যবেক্ষণ, চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে নির্বাচনে অংশ নেওয়াই যায়।

ঝাড়গ্রামের সরকারি হাসপাতালের এক চিকিৎসক নির্বাচনে অংশ নিতে চান। তিনি কাজ থেকে ইস্তফা দিতে চাইলেও বন্ড সংক্রান্ত নিয়ম দেখিয়ে কর্তৃপক্ষ তাঁর পদত্যাগপত্রের কোনও জবাব দেয়নি বলে অভিযোগ। আর ইস্তফাপত্র গৃহীত না হলে তিনি নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিতেও পারবেন না। এই জটিলতা কাটাতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ওই চিকিৎসক। সেই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতেই বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার পর্যবেক্ষণ, 'গণ পরিষেবার সঙ্গে জড়িত কোনও ব্যক্তি যদি নির্বাচনে লড়তে চান, তাহলে বুঝতে হবে, তিনি বৃহত্তর স্বার্থে কাজ করতে চান। সেক্ষেত্রে চাকরি ছেড়ে তাঁকে নির্বাচনে লড়তে দিতে কোনও বাধা থাকার কথা নয়।'

এবারের রানাঘাটের তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমণি অধিকারী একজন চিকিৎসক। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময়ে এই কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা করা হলেও, সরকারি হাসপাতালে ইস্তফাপত্র গৃহীত না হওয়ায় মুকুটমণি নির্বাচনে লড়তে পারেননি। এবার তিনি চিকিৎসক পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে তবেই প্রার্থী হয়েছেন তৃণমূলের তরফে। এখন কলকাতা হাই কোর্টের এই নির্দেশ জটিলতা সংক্রান্ত সমস্যা কাটাতে সাহায্য করল বলেই মনে করা হচ্ছে।

প্রকাশ্যে মহিলার ওপর ছুরিকাঘাত রাজারহাটে!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দিনের আলোয় ছুরি নিয়ে এক মহিলার ওপর হামলার অভিযোগ। পরপর ছুরির কোপও বসানো হয় ওই মহিলাকে। সূত্রের খবর, আক্রান্ত মহিলার নাম মধুমিতা দাস। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে রাজারহাট এলাকার চাঁদপুর বাজারে। মহিলার স্বামী রঞ্জন দাসকে গ্রেপ্তার করেছে রাজারহাট থানার পুলিশ। গুরুতর আহত অবস্থায় মধুমিতাকে আরজি কর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

রাজারহাট থানা সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সকালে শাসনের আমিনপুর এলাকার বাসিন্দা মধুমিতা দাস ওই এলাকারই চাঁদপুর বাজার এলাকায় যান। ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করছিলেন তিনি। সেই সময় তাঁর পিছন দিক থেকে ছুটে গিয়ে ছুরি নিয়ে আক্রামণ করা হয়। অভিযোগ, মহিলার স্বামী রঞ্জন দাস ছুরি নিয়ে হামলা চালান। ঘটনাস্থলে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন মধুমিতা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ধারালো অস্ত্র নিয়ে একাধিকবার হামলা চালান ওই ব্যক্তি। তবে স্থানীয়রা তাঁকে ধরে ফেলেন। এরই মাঝে ঘাতক ব্যক্তি রঞ্জন দাসের হাতের দুটি আঙুল কেটে যায়। এরপর স্থানীয়রাই দ্রুত খবর দেন রাজারহাট থানায়। পুলিশ গিয়ে রঞ্জন দাসকে গ্রেপ্তার করে। মধুমিতা দাসকে উদ্ধার করে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে রেকজুয়ানি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে আরজি কর হাসপাতালে পাঠানো হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, সম্ভবত স্ত্রী ভিক্ষা করেন, এটা পছন্দ ছিল না স্বামীর, সেই কারণেই এইভাবে হামলা চালানো হয়েছে।

বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে দেওয়াল লেখায় এক বিজেপি কর্মীকে মারধর করার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে কামারহাটি পুরসভার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের নন্দননগর নেতাজি পল্লিতে। আক্রান্ত বিজেপি কর্মী দীপক পাঠক ওরফ বাবু ঘটনার দিনই বেলঘরিয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। আক্রান্ত দীপকের কথায়, বুধবার বাড়ির কাছেই তিনি দমদম লোকসভা কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী শীলভদ্র দত্তের সমর্থনে দেওয়াল লিখছিলেন।

রাজারহাট থেকে উদ্ধার ভাটপাড়ার ছাত্রী, ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সম্পর্কের টানে বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিস সপ্তমের ছাত্রী। তিন মাস পর বাবাকে ফোন করতেই পুলিশ নিয়ে হাজির বাবা। নাবালিকাকে ফুসলিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। যুবকের বিরুদ্ধে অপহরণের মামলা রুজু করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, ভাটপাড়া থানার অবন্তীপুর মণ্ডলপাড়ার বাসিন্দা সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রী ২ জানুয়ারি সকাল থেকে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। পরিবার নিখোঁজ বলেও, প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, প্রেমের টানেই ঘর ছেড়েছিল সে। ওইদিন রাতেই ভাটপাড়া থানায় নিখোঁজের ডায়েরি করেন তাঁর বাবা প্রবোধকুমার ধর। তিন মাস বাদে উদ্ধার হয় নাবালিকা। নিখোঁজ নাবালিকার বাবা জানিয়েছেন, 'বুধবার বিধাননগর স্টেশনের চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে একটা ফোন আসে। ওই প্ল্যাটফর্মের চায়ের দোকানের এক মহিলা ফোনে জানায় তাঁর মেয়ে কথা বলতে চায়। তখন ওই মহিলাকে বলি মেয়েকে বসিয়ে রাখতে। তৎক্ষনাৎ তিনি ভাটপাড়া থানায় খবর দেন। ভাটপাড়া থানা থেকে বিধাননগর জিআরপি থানার খবর দেওয়া হয়। পরে ভাটপাড়া পুলিশ গিয়ে তাঁর মেয়েকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।' এদিকে নাবালিকাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে রাজারহাটের শিকারপুর থেকে ফল ব্যবসায়ী যুবক বাপ্পা দেবনাথকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশের দাবি, আগে থেকেই ওই মেয়েটির সঙ্গে ধৃত যুবকের পরিচয় ছিল। নিখোঁজ হওয়ার দিন মেয়েটি ওই যুবককে ফোন করেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। ধৃত যুবক নাবালিকাকে বিয়েও করেছিল। ধৃতের বিরুদ্ধে অপহরণের মামলা রুজু করে পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

জোরদার প্রচার চালাচ্ছেন যাদবপুর কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য। *ছবি: অদিতি সাহা*

এশিয়াটিক সোসাইটির ভোট পর্ব স্থগিত করল কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২৪০ বছরের পুরোনো এশিয়াটিক সোসাইটির ভোটপর্ব স্থগিত করে দিল কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক। এই সোসাইটির সদস্য হাজার তিনেক। গত ২৩ মার্চ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ২১ মার্চ আচমকাই সোসাইটির নির্বাচন কমিশন এই ভোটগ্রহণ স্থগিতের নির্দেশ দেয়। এদিকে সোসাইটির ৪ সহ-সভাপতি, জেনারেল সেক্রেটারি এবং ট্রেজারার-সহ নানা পদে আগেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ১৫ জন জিতে গিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, সোসাইটির একাংশের দাবি, ১৯৮৪ সালের বিধি অনুযায়ী, তিন বছরের বেশি কেউ সাধারণ সম্পাদক পদে থাকতে পারেন না। কিন্তু বর্তমান জিএস সত্যব্রত চক্রবর্তী ২০১৬ সাল থেকে টানা এই পদ দখল করে রয়েছেন। মাস দেড়েক আগে শুরু এশিয়াটিক সোসাইটির ভোটপর্বের মাঝে সংস্কৃতি মন্ত্রকের তরফে সত্যব্রতর টানা ৮ বছরের মেয়াদ ও তাঁর ৮০ বছর পেরিয়ে যাওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে ভোট স্থগিতের নির্দেশ দেওয়া হয়।

এই ঘটনায় সত্যব্রতবাবুর দাবি, 'এখন টানা তিন বছর পদে থাকলে ভোটে লড়াই করা যাবে না, সেই নিয়ম আর নেই। আগেই সংশোধনী হওয়ার পর এই ধারা বাতিল হয়ে গিয়েছে।' এরই রেশ ধরে তিনি এ প্রশ্নও তোলেন, না হলে তিনি ৮ বছর এই পদে থাকলেন কি করে তা নিয়েও। এরই পাশাপাশি তাঁর দাবি, সোসাইটির জিএস পদে তাঁর টানা ৮ বছর থাকা, ভোট স্থগিতের একমাত্র কারণ নয়। নিয়ম বলছে, সভাপতি পদে আগে কেউ টানা দু'বছর থাকলে, তিনিও আর ভোটে লড়তে পারতেন না।

এদিকে আবার সোসাইটির সভাপতি স্বপনকুমার প্রামাণিকেরও সেই হিসাবে আর ভোটে লড়ার কথা নয়। কিন্তু কাউন্সিলের চার সদস্যপদ ছাড়া একমাত্র প্রেসিডেন্ট পদেই ভোট হচ্ছে। ট্রেজারার পদেরও মেয়াদ তিন বছর। কিন্তু সেই পদেও সুজিতকুমার দাস ৮ বছর ধরে থাকার পরে এবারও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতেছেন।

তবে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য তথা সোসাইটির সভাপতি স্বপনের আশঙ্কা, ভোট স্থগিতের পিছনে সংস্কৃতি মন্ত্রকের বিশেষ পরিকল্পনা আছে। এই প্রসঙ্গে তিনি এও জানান, 'সোসাইটির সদস্যরা পদাধিকারী বাছাইয়ে ভোট দেন। তাঁরা মনে করলে, যাঁরা বেশিদিন পদে রয়েছেন তাঁদের ভোট না-ই দিতে পারেন। মন্ত্রকই সোসাইটির ভোটপর্ব সম্পন্ন করতে তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশন গঠনে সম্মতি দিয়েছেন। সোসাইটির নতুন কমিটি গঠন না হওয়া পর্যন্ত পুরোনো কমিটিকেই কাজ চালাতে বলেছে।' এদিকে নিউ আলিপুর কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ তথা সোসাইটির ট্রেজারার জানান, 'আমরা কেউ বেতন পাই না। অধিকাংশ পদে বিনা লড়াইয়ে প্রার্থীরা জিতেও গিয়েছেন। কেন্দ্র চাইলেই তো সোসাইটির ১২ নং ধারা প্রয়োগ করে ম্যানেজমেন্ট টেকওভার করতে পারে। এর বিরুদ্ধে আদালতে মামলাও করা যায় না।' এদিকে সোসাইটির প্রাক্তন কাউন্সিল সদস্য সমীর রায়চৌধুরী বলেন, 'গত আড়াই দশকে সোসাইটিতে মাঝপর্বে ভোট স্থগিতের কোনও নজির নেই। এটা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে খুবই দুর্ভাগ্যজনক।'

প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ সিপিএম প্রার্থী সায়রা হালিমকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রচারের সময় সায়রা শাহ হালিমকে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে। আর এই ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থও হল সিপিএম। সিপিএমের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এই ঘটনায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী দপ্তরে ইমেল করে অভিযোগ জানানো হয়েছে। এদিকে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, এই অভিযোগ ইতিমধ্যে কমিশন ইমেলের মাধ্যমে পেয়েছে। এরপরই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে। প্রসঙ্গত, কলকাতা দক্ষিণের সিপিএম প্রার্থী সায়রা শাহ হালিম। বৃহস্পতিবার সকালে হরিশ মুখার্জি রোডে তিনি প্রচারে বের হন। তখনই পুলিশ বাধা দেয় বলে অভিযোগ। এরপরই পুলিশের সঙ্গে তুমুল বচসা হয় সিপিএম কর্মীদের।

যদিও পুলিশের তরফে বক্তব্য, নির্ধারিত রুটের বাইরে অন্য পথে মিছিল করায় তা আটকানো হয়। এদিকে কমিশনের বক্তব্য, 'নির্দিষ্ট রুটম্যাপ আমরা চেয়ে পাঠিয়েছি। সিপিএম-এর যাঁরা ছিলেন, তাঁরা পুলিশ পারমিশন দেওয়া রুট ম্যাপ লঙ্ঘন করে অন্য রাস্তা দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তখন পুলিশ আটকায়।' এই প্রসঙ্গে সায়রা শাহ হালিমের বক্তব্য, 'আমি অভিযোগ জানিয়েছি। নির্বাচন কমিশনের কাছে আমার অনুরোধ বিষয়টা দেখা হোক। এখানে প্রচারে নেমে যেন কোনও বাধার মুখে ভবিষ্যতে আমাকে পড়তে না হয়। আমি চাই প্রচার যেন শান্তিপূর্ণ হয়।'

দমদম বিমানবন্দরে আচমকা গুলির শব্দ, মৃত্যু সিআইএসএফ কর্মীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ব্যস্ত কলকাতা বিমানবন্দর। আচমকা গুলির শব্দ। দ্রুত সেখানে যান সিআইএসএফ কর্মীরা। দেখাযায় ডিউটিতে থাকা সিআইএসএফ-এর এক কর্মী লুটিয়ে পড়েছেন মাটিতে। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ওই কর্মীর হাতে থাকা রাইফেলের গুলিতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান। খতিয়ে দেখা হচ্ছে এটা আত্মহত্যা না দুর্ঘটনা। মৃতের নাম শ্রীবিষ্ণু (২৫)। তাঁর বাড়ি তেলেঙ্গানায়। ২০২২ থেকে সিআইএসএফ-এ কর্মরত ছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটে দমদম বিমানবন্দরের পাঁচ নম্বর গেটে। প্রতিদিনের মতো দমদম বিমানবন্দরের বিভিন্ন গেটে এদিনও ছিল যাত্রীদের ভিড়। এদিকে ব্যস্ত সিআইএসএফ কর্মীরাও চেকিংয়ের কাজে। হঠাৎ শোনা যায় একটা গুলির শব্দ। খোঁজ নিয়ে দেখা যায় ৫ নম্বর গেটের যে টাওয়ার সেখানেই গুলির শব্দ শুনতে পাওয়া গিয়েছে। ততক্ষণে অন্য কর্মীরা দৌড়ে টাওয়ারের উপরে উঠে পড়েন। তাঁকে উদ্ধার করে ভিআইপি রোডের ধারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। সূত্রের খবর, শ্রী বিষ্ণু কর্তব্যরত অবস্থায় নিজের রাইফেল থেকে নিজেকে থুতনির নিচে থেকে গুলি করেছিলেন।

বিচারপতির নাম করে টাকা চেয়ে হুমকি! অভিযোগ ট্রাফিক পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিচারপতির নাম করে টাকা চেয়ে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল কলকাতা পুলিশের ট্র্যাফিক গার্ডের এক কর্মীর। ঘটনাস্থল বিদ্যাসাগর সেতু। অভিযোগ, রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে টাকা চান ট্রাফিক গার্ডের এক কর্মী। টাকা দিতে না চাওয়ায় ওই ট্র্যাফিক গার্ডের কর্মী রীতিমতো হুমকির সুরে বলেন, তিনি প্রধান বিচারপতির সঙ্গে কাজ করেছেন। আইনটা তিনি জানেন। এরপরই এই ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন শুভ্রংশু পাণ্ডা নামে এক আইনজীবী। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে এক মামলা ওঠে।

মামলাকারী শুভ্রাংশু পাণ্ডা অভিযোগ, , বিদ্যাসাগর সেতুর উপর এক ট্রাফিক গার্ডের কর্মী তাঁর থেকে ১ হাজার টাকা দাবি করেন। আইনজীবী তা দিতে অস্বীকার করায় ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল করার হুমকি দেন। এ নিয়ে তর্কাতর্কি শুরু হয়। অভিযোগ সেই সময় ওই, ট্রাফিক কর্মী বিচারপতি বিশ্বনাথ সমাদ্দারের নাম করেন। অভিযোগ, ট্রাফিক গার্ড ওই আইনজীবীর কাছে দাবি করেন, তিনি বিচারপতির কাছে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। সঙ্গে ওই ট্র্যাফিক গার্ডের কর্মী এও বলেছিলেন, এক সময় কলকাতা হাইকোর্টেও ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসাবে থাকা বিশ্বনাথ সমাদ্দারের কাছে কাজ করার সুবাদে আইন জেনেই টাকা নিচ্ছেন তিনি। এমন মামলা শুনে বিস্মিত বিচারপতি অমৃতা সিনহা। এরপরই ওই ট্রাফিক গার্ডের কর্মীকে আদালতে সশরীরে হাজির হতে নির্দেশ দেন বিচারপতি সিনহা।

প্রসঙ্গত, বর্তমানে সিকিম হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বিশ্বনাথ সমাদ্দার। কলকাতা হাইকোর্টে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসাবেও থেকেছেন তিনি। অভিযোগ, ওই ট্রাফিক কর্মী পলাশ হালদার অন্য একজনের থেকেও কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির নাম করে ৫০০ টাকা নিয়েছিলেন। বিচারপতি সিনহা তাঁকে ২ এপ্রিল আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন।

নতুনগ্রামে পুকুর ভরাট! ঘটনাস্থলে বিএলএলআরও

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভাটপাড়া পুরসভার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামনগর নতুনগ্রামে পুকুর ভরাটের অভিযোগ পেয়েই ঘটনাস্থলে এলেন ব্যারাকপুর-১ ব্লকের বিএলএলআরও দীপঙ্কর রায়। বৃহস্পতিবার বিকেলে তিনি জায়গাটি সরজমিনে পরিদর্শন করেন। যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাসও দেন। পুকুর ভরাটের খবর পেয়ে জগদ্দল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ভরাটের কাজে ব্যবহৃত জেসিবি মেশিন বাজেয়াপ্ত করেছে।

জানা গিয়েছে, বিদ্যাধরপুর মৌজার ৪৪০ দাগে ছয় কাঠা আয়তনের পুকুর ভরাটের কাজ জোরকদমে চলছিল। ভরাট শেষে জেসিবি মেশিনে মাটি লেভেলের কাজ চলছিল। পুকুর ভরাট নিয়ে বিএলএলআরও দীপঙ্কর রায় বলেন, এদিনই তাঁর কাছে পুকুর ভরাটের অভিযোগ আসে। অভিযোগ পাওয়া মাত্রই তড়িঘড়ি তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছন। খবর পেয়ে সেখানে জগদ্দল থানার পুলিশও আসে। ভরাটের কাজে ব্যবহৃত জেসিবি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। দীপঙ্করবাবু বলেন, 'দু'দিন ধরে ওখানে পুকুর ভরাটের কাজ চলছিল। পুকুরটিকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য জমির মালিককে নোটিস দেওয়া হবে। পুকুর খননের কাজ শুরু না হলে, মালিকের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে।'

সম্পাদকীয়

উৎপাদনশীলতা বাড়লে, বাজারের বিকাশ হলে, আমজনতার ক্রয়ক্ষমতা বাড়লেই উন্নয়ন হবে

যে কোনও আর্থিক পরিকল্পনায় পরিসংখ্যান বাস্তব ও সৎ হলে পরিকল্পনাটি সমৃদ্ধ হয়ে এগিয়ে যায়, তার অভাবে ঠিক ততটাই পিছিয়ে পড়ে। আন্তর্জাতিক প্রায় সব পরিসংখ্যান এখন ভারতীয় অর্থনীতির উন্নতির বিপক্ষে যাচ্ছে। ভারত সরকারের দাবির সঙ্গে কিছুতেই মিলছে না। এর দৃষ্টান্ত, ভারতে বেকারত্ব কমার সঙ্গে কর্মসংস্থানের মান নিম্নমুখী হওয়া। কিছু নতুন শব্দ জন্ম নিচ্ছে অর্থনৈতিক গবেষণায়, যা বাস্তব ধারণা গুলিয়ে দিচ্ছে। বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ ভারতের স্থান ১১১টি দেশের পরে। দক্ষিণ এশিয়ায় ছোট ছোট বেশ কিছু দেশ অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ভারতের থেকে এগিয়ে। সেখানে বর্তমানে ভারতে বেকারত্ব বিগত ৪০ বছরে সর্বাধিক। কিন্তু সরকারি ঘোষণায় 'কর্মসংস্থান' নাকি প্রচুর। এখন শ্রমের বাজারে নতুন মূল সূচক 'লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট' (এলএফপিআর), অর্থাৎ দেশে কর্মক্ষম বয়সের মানুষের কত জন কাজের বাজারে কাজ খুঁজছেন। কর্মক্ষম মানুষ সবাই কাজ চান। ভারতের সংবিধান নাগরিককে কাজের অধিকার দিয়েছে। তবেই তো জাতীয় উন্নয়নের সার্থকতা। কিন্তু ক্ষমতা, যোগ্যতা অনুযায়ী সবাই কাজের সুযোগ পান না। প্রবন্ধ অনুযায়ী, এখন কাজের বাজার মোটামুটি তিন রকম। এক, দিনমজুরি, বেতনের কাজ, সাধারণ ভাবে যাকে চাকরি বলি। এমন মোট চাকরির সংগঠিত ক্ষেত্র মাত্র ৫, বাকি ৯৫ অসংগঠিত ক্ষেত্র যা আবার অনেকটাই অপ্রথাগত। সংগঠিত ক্ষেত্র ক্রমশ নির্দিষ্ট অঙ্কে প্যাকেজ-চুক্তি হয়ে যাচ্ছে যেখানে পিএফ, গ্র্যাচুইটি, ছুটি ইত্যাদির বালাই থাকে না সাধারণত। দুই, ঠিকা-কাজ যা একেবারেই অনির্দিষ্ট, অদক্ষ শ্রমিকের দর-কষাকষির (কালেকটিভ বার্গেনিং) সুযোগ কম। এই বাজার বেশ বড়। ঠিকা-শ্রমিকের চাহিদা প্রচুর। তিন, স্বনিযুক্তির কাজ। অধিকাংশ দক্ষ মহিলা এখন এই বাজারে কাজ করছেন, যদিও অনেক ঝুঁকি নিয়ে। এই সামগ্রিক কাজের বাজার অত্যন্ত অগোছালো, অবিন্যস্ত, ঝুঁকিপূর্ণ, অনিয়মিত। এলএফপিআর ২০১৮-তে ৫২ থেকে ২০২২-এ ৫৮ হলেও, তাকে সামলাতে পারছে না। ছদ্ম-বেকারত্ব বাড়ছে নানা ভাবে। কাজের বাজারে 'একশো দিনের কাজ' কোন শ্রেণিতে পড়ে, বোঝা মুশকিল। দিনে কয়েক ঘণ্টা কাজ, তা-ও রোজ নয়। এতে সরকারি সংখ্যাতত্ত্বে 'কর্মসংস্থান' বাড়তে পারে, কিন্তু বাস্তবে অকেজো। বেকারত্বের হার কাগজে-কলমে সরকারি পরিসংখ্যানে কমছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের দারিদ্র কমছে না, ক্রয়ক্ষমতাও বাড়ছে না। ভারতের জাতীয় অর্থনীতি বা সাধারণ মানুষের সঞ্চয় বাড়ছে না। কিন্তু সঞ্চয় বাড়ছে ক্ষমতাবান শাসক রাজনৈতিক নেতাদের, গুটিকয়েক কর্পোরেট গোষ্ঠীর। এই ফাঁক ও ফাঁকি বোজাতে এবং সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ আটকাতে হরেক রকম সরকারি অনুদান, খয়রাতির অঙ্ক বেড়ে চলেছে। রাষ্ট্রে আত্মনির্ভর শ্রমের বাজার নির্মাণে সরকার ব্যর্থ। কাজের পরিবেশ নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর। 'স্টেট অব ইন্ডিয়া'জ এনভায়রনমেন্ট ২০২৪' রিপোর্টে ১৬৬টি দেশের মধ্যে ভারতের অবস্থান ১১২। দেশের মাটি, জল, বায়ু ও আকাশ ক্রমশ চলে যাচ্ছে অসরকারি মালিকদের কাছে, যাঁরা যথেচ্ছ ভাবে পরিবেশ ও প্রতিবেশ দূষিত করে চলেছেন। এই অবহেলার প্রত্যক্ষ ফল জাতীয় অর্থনীতিতে পড়েছে। শ্রম আইন সংস্কার করেও শ্রমিকের উন্নয়ন হচ্ছে না। উৎপাদনশীলতা বাড়লে, বাজারের বিকাশ হলে, আমজনতার ক্রয়ক্ষমতা বাড়লে তবেই দেশের উন্নয়ন হবে। তখন রাষ্ট্রীয় অনুদানের জন্য হাত পাততে হবে না। দুঃখের কথা, শাসক বা বিরোধী; কোনও রাজনৈতিক দল বিনাশ্রমে রাষ্ট্রীয় অনুদানের বিকল্প খুঁজে পাচ্ছে না।

আনন্দকথা

''ঈশ্বরের সৃষ্টিতে নানারকম জীবজন্তু, গাছপালা আছে। জানোয়ারের মধ্যে ভাল আছে মন্দ আছে। গাছের মধ্যে অমৃতের ন্যায় ফল হয় এমন আছে; আবার বিষফলও আছে। তেমনি মানুষের মধ্যে ভাল আছে, মন্দও আছে; সাধু আছে, অসাধুও আছে; সংসারী জীব আছে আবার ভক্ত আছে।

''জীব চারপ্রকার ঃ — বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব, মুক্তজীব ও নিত্যজীব।

''নিত্যজীব ঃ — যেমন নারদাদি। এরা সংসার থাকে জীবের মঙ্গলের জন্য — জীবদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য।

''বদ্ধজীব ঃ — বিষয়ে আসক্ত হয়ে থাকে, আর ভগবানকে ভুলে থাকে — ভুলেও ভগবানের চিন্তা করে না।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

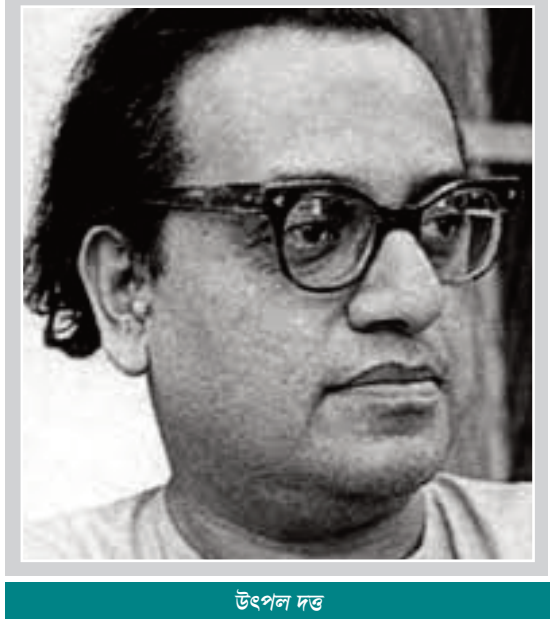

উৎপল দত্ত

১৯২৯ *বিশিষ্ট নাট্যকার ও চলচ্চিত্রাভিনেতা উৎপল দত্তের জন্মদিন।*
১৯৩৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রা জগদীপের জন্মদিন।*
১৯৮২ *বিশিষ্ট সুরকার ও সঙ্গীতশিল্পী অনুপম রায়ের জন্মদিন।*

গ্রন্থাগার আন্দোলনের ১০০ বছর

অশোক সেনগুপ্ত

প্রায় চোখের আড়ালে পূর্ণ হল একটা নীরব আন্দোলনের ১০০ বছর। কত নিষ্ঠাবান পুস্তকপ্রেমী এবং গ্রন্থাগারপ্রেমীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা এর সঙ্গে জড়িয়ে, তার হিসাব কে রাখেন?

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সভাপতিত্বে ১৯২৪ সালে বেলগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় পাবলিক লাইব্রেরি সম্মেলনে ভারতের প্রতিটি প্রদেশে গ্রন্থাগার সমিতি গঠনের আহ্বান জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি পেশ করেন বাংলার একজন প্রতিনিধি সুশীল কুমার ঘোষ। ১৯২৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর কলকাতায় আলবার্ট হলে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক জেএ চ্যাপম্যান। এই সভায় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সভাপতি করে অল বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়। এর প্রথম সচিব হন সুশীল কুমার ঘোষ।

লেখার শুরুতে বলি, গ্রন্থাগারের নানা ধরণ আছে। পাড়ার নেতাজী পাঠাগার আর জাতীয় গ্রন্থাগার এক নয়। আবার এগুলোর সঙ্গে ব্রিটিশ লাইব্রেরি ও আমেরিকান সেন্টারের গ্রন্থাগারের তুলনাও চলে না। প্রযুক্তির পরিবর্তন এবং বই সংরক্ষণ সমস্যার হয়ে ওঠায় সংগঠিত গ্রন্থাগারগুলো এখন ক্রমেই 'ই বুক'-এ সমৃদ্ধ হয়েছে। তবে আমি যতটা খবর রাখি, রেফারেন্স গ্রন্থাগার হিসাবে আনন্দবাজার পত্রিকার গ্রন্থাগার এক কথায় অনন্য। গত কয়েক দশক ধরে শক্তি রায় মহাশয় এবং তাঁর আগে চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থাগারকে একটা অন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন। গ্রন্থাগারটি মূলত কেবল প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিকদের জন্য। অন্তত তিন দশক ধরে খুব কাছ থেকে এই প্রতিবেদক দেখার সুযোগ পেয়েছেন, কীভাবে এই গ্রন্থাগারে প্রতিষ্ঠানের একাধিক দৈনিকের বিপুল সম্ভার এবং বেশ কয়েক হাজার মূল্যবান নথি ও ছবিকে সংরক্ষিত করা হয়েছে। গোটা দেশে এরকম উদ্যোগ আর কটি আছে, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

সময়ের নিরিখে পিছিয়ে যাই। কলকাতায় বই সংগ্রহ ও চর্চা শুরু অবশ্য আরও অনেক আগে। পার্ক স্ট্রিটের মুখে এশিয়াটিক সোসাইটি ১৭৮৪ সালে স্যার উইলিয়াম জোন্স প্রতিষ্ঠা করেন। বহুমূল্যবান এবং দুষ্প্রাপ্য পুঁথির সম্ভারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯৩ সালে। ১৯১০ সালে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরীর সভাপতি নিযুক্ত হন। নিজের সংগ্রহে থাকা প্রায় ৮০ হাজার বই এই প্রতিষ্ঠানকে দান করেন, যেগুলি একটি বিশেষ বিভাগে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছিল। স্বাধীনতার পর এর নাম বদল করে রাখা হয় ন্যাশনাল লাইব্রেরী। তৎকালীন বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নরের বাসভবন ছিল এটি। বইয়ের সংখ্যা প্রায় ২৩ লক্ষ। ১৫ টি ভারতীয় ভাষার বিভিন্ন বই এবং ৮০ হাজার ম্যাপ এখানে আছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারের উদ্ভব ঘটে। কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরি ১৮৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, তারপর ১৯ শতকের শেষ নাগাদ অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলায় আরও একশত পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়। তৈরি হয় 'অল বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন'। পরে এর নাম হয় বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে অবিভক্ত ভারতের বিভিন্ন স্থানে গ্রন্থাগার গড়ে উঠতে থাকে।

রাজকুমার মুখার্জি তাঁর ব্লগে এই তথ্য জানিয়ে লিখেছেন (ইস্টইন্ডিয়াস্টোরি-কম, ১০ জুন , ২০২৩), 'গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরি। ১৯৪১ সালে ডক্টর বারিদ বরণ মুখোপাধ্যায় ৩৩ হাজার বই দান করেন এখানে। ওয়েলিংটন স্কোয়ার, রসা রোড এবং শেষমেষ গোলপার্ক, এটাই বর্তমান ঠিকানা। গ্রন্থাকারে মোট বইয়ের সংখ্যা ২ লক্ষ ৬০ হাজার। এছাড়াও বর্তমান প্রযুক্তির সাহায্যে ই-বুক, জার্নাল ইত্যাদির সম্ভার উল্লেখযোগ্য।'

এছাড়াও বহু মানুষ আছেন যাদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ পাঁচশ থেকে হাজার বই। রাজকুমারবাবু লিখেছেন, 'দেশের আর কোন জাতির মধ্যে এইরকম বই পড়ার নেশা দেখা যায় না। এখনও বাংলায় বর্তমান, দেশ, আনন্দলোক, শুকতারা, নবকল্লোল, স্বাস্থ্য, ভ্রমণ, সফর-এরকম বহু পত্রিকা বহুদিন ধরে নিয়মিত প্রকাশ হয়।'

কিন্তু সর্বভারতীয় তথ্য অন্য হিসাব দিচ্ছে। ২০২৩-এর ১৭ জুলাই হিন্দুস্থান টাইমস একটি সঙ্কেত ধরের লেখা প্রতিবেদনে জানা যায়, 'সরকারি গ্রন্থাগারের নিরিখে সারা ভারতে এগিয়ে রয়েছে কেরালা। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের তরফে একটি পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়েছে। তাতেই দেখা গিয়েছে, ভারতের সবকটি রাজ্যের মধ্যে কেরালাই রয়েছে শীর্ষে। আয়তনে অন্যান্য অনেক রাজ্যের তুলনায় ছোট হলেও এই রাজ্যে পাবলিক লাইব্রেরির সংখ্যা অনেকটাই বেশি। সব মিলিয়ে ৮৪১৫টি সরকারি গ্রন্থাগার রয়েছে ওই রাজ্যে। অন্যদিকে দাক্ষিণাত্যের আরও দুই রাজ্যও রয়েছে শীর্ষস্থানে। কেরালার পরেই রয়েছে কর্ণাটক। সেই রাজ্যে মোট সরকারি গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৬৭৯৭। অন্যদিকে, তামিলনাড়ুতে মোট লাইব্রেরির সংখ্যা রয়েছে ৪৬৩৪। দাক্ষিণাত্যের এই তিনটি রাজ্যেই মূলত সারা ভারতের অধিকাংশ লাইব্রেরি রয়েছে। সরকারি গ্রন্থাগারের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গও ধারে কাছে নেই এই তিন রাজ্যের। বর্তমানে বাংলায় সরকারি গ্রন্থাগারের সংখ্যা সব মিলিয়ে ২৪৮০ যা তামিলনাড়ুর প্রায় অর্ধেক।

সরকারি গ্রন্থাগারের নিরিখে সারা ভারতে এগিয়ে রয়েছে কেরালা। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের তরফে একটি পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়েছে। তাতেই দেখা গিয়েছে, ভারতের সবকটি রাজ্যের মধ্যে কেরালাই রয়েছে শীর্ষে। আয়তনে অন্যান্য অনেক রাজ্যের তুলনায় ছোট হলেও এই রাজ্যে পাবলিক লাইব্রেরির সংখ্যা অনেকটাই বেশি। সব মিলিয়ে ৮৪১৫টি সরকারি গ্রন্থাগার রয়েছে ওই রাজ্যে। অন্যদিকে দাক্ষিণাত্যের আরও দুই রাজ্যও রয়েছে শীর্ষস্থানে। কেরালার পরেই রয়েছে কর্ণাটক। সেই রাজ্যে মোট সরকারি গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৬৭৯৭। অন্যদিকে, তামিলনাড়ুতে মোট লাইব্রেরির সংখ্যা রয়েছে ৪৬৩৪। দাক্ষিণাত্যের এই তিনটি রাজ্যেই মূলত সারা ভারতের অধিকাংশ লাইব্রেরি রয়েছে। সরকারি গ্রন্থাগারের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গও ধারে কাছে নেই এই তিন রাজ্যের। বর্তমানে বাংলায় সরকারি গ্রন্থাগারের সংখ্যা সব মিলিয়ে ২৪৮০ যা তামিলনাড়ুর প্রায় অর্ধেক।

প্রসঙ্গত, ভারতের প্রায় ৭০ শতাংশ পাবলিক লাইব্রেরি বা সরকারি গ্রন্থাগার রয়েছে দক্ষিণ ভারতের তিনটি দেশ কেরালা, তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকে। অন্যদিকে উত্তর ভারতের আয়তনে বড় রাজ্যগুলির অবস্থা রীতিমতো সঙ্গীন। গোটা উত্তরপ্রদেশে সরকারি গ্রন্থাগারের সংখ্যা ২৭৮টি মাত্র। মধ্যপ্রদেশে সরকারি গ্রন্থাগারের সংখ্যা সাকুল্যে ৪১। এর পাশাপাশি ছত্তিশগড়, ওড়িশা, বিহার ও ঝাড়খণ্ডে পাবলিক লাইব্রেরির সংখ্যা যথাক্রমে ২৮, ২৭, ১৯২ ও ২১। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর নিজের রাজ্যে গুজরাটের পাবলিক লাইব্রেরির সংখ্যাও দাঁড়িয়ে রয়েছে তিন অঙ্কের সংখ্যায়। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে পাবলিক লাইব্রেরি ২৯৬ ও ৪৩। অন্যদিকে তেলেঙ্গানায় ৬৭০ ও অন্ধ্রপ্রদেশে ৯৭৮টি পাবলিক লাইব্রেরি রয়েছে যা সংখ্যার নিরিখে দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য রাজ্যগুলির কাছেও নেই।'

প্রসঙ্গত, পাবলিক লাইব্রেরির একটি বড় অংশ পাঠের অভ্যাস গড়ে দিতে সাহায্য করে। পাবলিক লাইব্রেরির সংখ্যা কমতে থাকা আসলে পড়ার অভ্যাস কমে যাওয়ার ইঙ্গিত বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সাধারণ জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি এই ধরনের লাইব্রেরি পড়াশোনার জন্যও বেশ উপযোগী। দুস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের একাংশ সরকারি গ্রন্থাগারের উপর নির্ভর করে পড়াশোনা চালিয়ে যান। তবে দেশের বেশিরভাগ রাজ্যে লাইব্রেরির শোচনীয় হাল। ফলে কম খরচে সেসব লাইব্রেরির সুযোগ সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন অনেকে। সারা দেশ জুড়েই মোট লাইব্রেরির সংখ্যার বেশিরভাগই রয়েছে দক্ষিণ ভারতে কেরালা, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ু এই তিন রাজ্যে সব মিলিয়ে পাবলিক লাইব্রেরির সংখ্যা ১৯৮৪৬টি।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে লাইব্রেরিগুলির কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন এবং প্রদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। ১৯২৫-এ অল বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে একটি প্রদেশভিত্তিক লাইব্রেরি আন্দোলন ভিত্তি লাভ করতে শুরু করে। ১৯৩৩ সালে অল বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনের নাম পরিবর্তন করে বাংলায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং ইংরেজিতে বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন এবং অল বেঙ্গল লাইব্রেরি কনফারেন্সের নাম পরিবর্তন করে বেঙ্গল লাইব্রেরি সম্মেলন করা হয়।

প্রাথমিকভাবে অ্যাসোসিয়েশনের অফিসের জন্য কোনও প্রাঙ্গণ ছিল না এবং কিছু সময়ের জন্য এটি বাঁশবেড়িয়া (হুগলি জেলা) থেকে কাজ করত এবং পরে এটি*কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে*নিবন্ধিত অফিস পায়। কয়েক বছর পর, অ্যাসোসিয়েশন তার অফিসটি শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশনের কাছে ২৯ হুজুরিমুল লেনে পরে ৩৩ হুজুরিমল লেনে একটি ভাড়া ঘরে স্থানান্তরিত করে। কয়েক বছর পর অ্যাসোসিয়েশন রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তা এবং সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অনুদানে নিজস্ব ভবন তৈরি করে। অ্যাসোসিয়েশন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন ডঃ এস আর রঙ্গনাথন ১৯৬৭ সালে। বর্তমানে, পি ১৩৪ সিআইটি স্কিমে অ্যাসোসিয়েশনটির চারতলা বিল্ডিং-এ অবস্থিত যার অফিস, লাইব্রেরি, ক্লাস রুম এবং কম্পিউটার রুম।

২০১৯-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি 'এই সময়'-এর একটি খবরে জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গে সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা ২,৪৮০ সব মিলিয়ে ১ কোটি ৮০ লক্ষ বই আছে রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলিতে রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি জানিয়েছিলেন, রাজ্যের গ্রন্থাগার বিভাগ সমস্ত বইয়ের শ্রেণিবিন্যাস করে গণনার নির্দেশ জারি করেছে যদিও শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে সেই কাজ কতটা করা গিয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে সংশ্লিষ্ট মহলে। প্রতিবেশী রাজ্য বিহারে ছয়ের দশকের আগে ৫০০-র ওপর গ্রন্থাগার ছিল। সংখ্যাটা নেমে এসেছে ৫১-তে। ২০২৩-এর ২৮ মে টাইমস অফ ইন্ডিয়ার একটি প্রতিবেদনে এই তথ্য দেখা গিয়েছে।

জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরি আর পাঁচটা পাড়ার গ্রন্থাগার নয়। এটি এশিয়ার প্রথম পাবলিক লাইব্রেরিগুলির মধ্যে একটি। হুগলি নদীর তীরে একটি ছোট্ট শহর উত্তরপাড়াতে গঙ্গার তীরবর্তী ভূখণ্ডে এই গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায়। ১৮৫২ সালে এই গ্রন্থাগারটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। এটি হলো ভারতের প্রথম পাবলিক লাইব্রেরি । সম্ভবতঃ এশিয়ারও। গঙ্গার তীরে বাঁধানো ঘাট, বিশাল খেলার মাঠ সমন্বিত বহুতল এই গ্রন্থাগারটির এই পরিকাঠামো আলিপুরের জাতীয় গ্রন্থাগারের সমতুল।

ওপরের তথ্য জানিয়ে ২০২২-এর ২১ নভেম্বর 'বেহাল লাইব্রেরি' শীর্ষক একটি নিবন্ধে 'রাইজঅফভয়েসেস-কম' লেখে, তআমাদের কাছে হঠাৎ একদিন খবর এলো উত্তরপাড়ার বিখ্যাত জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরি বন্ধ হতে বসেছে! তারপর গত সপ্তাহে একজন জানালো 'আর হতে বসেছে নয়, বন্ধ হয়ে গেছে। সেখানে এখন রাজ্য সরকারের নানা রকম সামাজিক প্রকল্পের প্রচারমূলক ক্যাম্প চলে।'

আনন্দবাজার পত্রিকা ও দি টেলিগ্রাফ-এর তিনটি অনুসন্ধানী নিবন্ধের নির্দিষ্ট উদ্ধৃতি দিয়ে 'রাইজঅফভয়েসেস-কম' লেখে, 'উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরিতে শুধু বইয়ের স্তূপ ছিল না। বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তির মিলনস্থল ছিল এই স্থানটি। তাঁরা আসতেন, থাকতেন, পড়তেন, নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা চলত। ১৮৬৬ সালে বিদ্যাসাগর এই লাইব্রেরীতে এসেছিলেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ মেরি কারপেন্টারকে সঙ্গে নিয়ে। কিছুকাল পরে যখন তাঁর বই "Six months in India" প্রকাশিত হয়, সেখানে এই লাইব্রেরীর একটি সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। মিস কারপেন্টারের ভাষায়, ত্বাড়িটির নিচের তলায় ছিল গ্রন্থাগার, এবং উপরের তলার ঘরগুলি বিখ্যাত ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের (ভিজিটর) থাকার জন্যে এবং সভাসমিতি করার জন্যে রাখা হয়েছিল। আর অতিথিদের তালিকাটি দেখলেও চমকে যাবেন অনেকে। কে নেই সে তালিকায়। বিদ্যাসাগরের কথা তো বলেইছি। তাছাড়াও মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৬৯ এবং ১৮৭৩ সালে দুবার পরিবারসহ মাসাধিক কাল কাটিয়ে গেছেন। এসেছেন স্যার উইলিয়াম উইলসন হান্টার, জন এইচ এস কানিংহাম, রেভারেন্ড জেমস লং, স্যার আর্থার ওয়েলেসলী, স্যার অ্যাসলী ইডেন, স্যার এডুইন আর্নল্ড, স্যার রিভারস থম্পসন, মারকুইস অব ডাফরিন এবং আভা ডাফরিন এর মত বই পিপাসু বিদেশী জ্ঞানী গুণিজন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী, কেশবচন্দ্র সেন এবং বিপিন চন্দ্র পালের মত স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরও পদধূলি পড়েছে এই গ্রন্থাগারে। ১৯০৯ সালে স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দও এসেছেন। বিপ্লবী শ্রী অরবিন্দ তাঁর বিখ্যাত 'উত্তরপাড়ার ভাষণ' এই লাইব্রেরির মাঠে দাঁড়িয়েই দিয়েছিলেন। এমন কি ডোভার লেনের পর বাংলার সব থেকে বড় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বাৎসরিক আসরও বসে এই লাইব্রেরির মাঠে। এই পর্যন্ত লিখেই দেখছি শব্দসংখ্যা এই পাতায় অনুমোদিত শব্দসংখ্যা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। একেবারে শেষে তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটা উদ্যোগের প্রশংসা করতে চাই। বছর ছয় আগে গ্রন্থাগার দফতর বিপুলাকার একটি তথ্যকোষ প্রকাশ করে। বড় মাপের, এত ওজনদার বই খুব একটা প্রকাশিত হয়নি। তাতে এই রাজ্যের প্রতিটি গ্রন্থাগারের সংক্ষিপ্ত, সচিত্র তথ্য সংকলন করা হয়। তাতেই দেখা যায়, কত গ্রন্থাগারে এককালের মণীষীরা জ্ঞানের খিদের তৃপ্তি মেটাতে যেতেন। শতাব্দীপ্রাচীন কত গ্রন্থাগার ছড়িয়ে আছে রাজ্যের নানা জেলায়। কেবল ওই তথ্যকোষ বিশ্লেষণ করেই কেউ পিএইচডি করতে পারেন।

প্রযুক্তির দাপটে গ্রন্থাগার অনেকের কাছেই গুরুত্ব হারিয়েছে। কিন্তু এখনও অনেকে নানাভাবে গ্রন্থাগারের ওপর নির্ভরশীল।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

দলের সঙ্কটে ক্ষমা চেয়ে একসঙ্গে লড়ার বার্তায় বিতর্ক, ঝুলি থেকে বেড়াল বেরনোর দাবি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: 'দল মুমূর্ষু অবস্থায় রয়েছে। সঙ্কটজনক অবস্থা। প্রয়োজনে হাতে পায়ে ধরে ক্ষমা চাইব। তবু ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়াই করুন।' দলের কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে এমন বার্তা দিয়ে বিতর্কে জড়ালেন বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তী। ঝুলি থেকে আসল কথাটা বলে ফেলেছেন। লড়াইয়ের আগেই হার স্বীকার করে নিচ্ছেন কটাক্ষ বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকারের।

গত গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্বাচনে বাঁকুড়া জেলায় শাসকদল তৃণমূলকে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জর্জরিত হতে হয়েছিল বলে দাবি। আরও দাবি, বহু ক্ষেত্রে গোঁজ প্রার্থী দিয়ে কোথাও সরাসরি বিরোধী দলে যোগ দিয়ে বিক্ষুব্ধরা বিপাকে ফেলেছিল তৃণমূলকে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ শীর্ষ নেতৃত্বের বারংবার হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও সেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এড়াতে পারেনি তৃণমূল। পঞ্চায়েতে নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর পঞ্চায়েত গঠনের প্রয়োজনে বহু ক্ষেত্রে সেই বিক্ষুব্ধদের ঘরে ফেরাতে বাধ্য হয় তৃণমূল। এবার লোকসভা নির্বাচনের মুখে সেই বিক্ষুব্ধদের জন্য দরজা হাট করে খুলে দিল তৃণমূল। শুধু বিক্ষুব্ধদের দলে আহ্বান জানিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়াইয়ের ডাক দিয়েছে তাই নয়, প্রয়োজনে বিক্ষুব্ধ ও অভিমানীদের পায়ে ধরে দলে ফেরানোর বার্তাও দিয়ে রাখল তৃণমূল।

বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তথা তৃণমূলের বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অরূপ চক্রবর্তী বুধবার বাঁকুড়ার তৃণমূল ভবনে ২ নম্বর ব্লকের কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে বলেন, 'ঐক্যবদ্ধ ভাবে দল করতে হবে। যাঁরা তা পারবেন না, তাঁরা দয়া করে দল ছেড়ে চলে যান। দলের এই মুমূর্ষু অবস্থায় আমি দলে বিভাজন হতে দেব না। প্রয়োজনে পায়ে ধরে নেব।' এরপরই দলের কর্মীদের প্রতি অরূপ চক্রবর্তীর বার্তা, 'এখন একটা সঙ্কট। যুদ্ধ শুরু হচ্ছে। এই সময় কে বড় কে ছোট তা দেখার সময় নয়। মনোমালিন্য, মান অভিমান দূরে ঠেলে সকলে একসঙ্গে লড়াই করুন।'

নিজের বক্তব্যের সমর্থনে অরূপ চক্রবর্তীর দাবি, 'গত পঞ্চায়েতে নির্বাচনে রাগ অভিমান করে অনেকেই বিরোধী দলে চলে গিয়েছিলেন। তাঁরা আমাদের সম্পদ। কেউ দোষ করে থাকলে তিনি পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নেবেন। কিন্তু তাঁদের ফিরিয়ে এনে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের ডাক দেওয়া হয়েছে।' অরূপ চক্রবর্তীর এই মন্তব্যে হাতে অস্ত্র পেয়েছে বিজেপি। বাঁকুড়া লোকসভা বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকারের কটাক্ষ, অরূপ চক্রবর্তী আসলে তৃণমূলের আসল অবস্থাটাই বলে ফেলেছেন। একথা বলার অর্থ লড়াইয়ের আগেই তিনি হার স্বীকার করে নিয়েছেন।

কোতুলপুরের সেলুন এবার সৌমিত্র, কর্মীদের সঙ্গে রাস্তায় খান চপ মুড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: কোতুলপুরে স্থানীয় একটি ক্লাবে বসন্ত উৎসবে যোগ দিয়ে অনুষ্ঠান শেষে হঠাৎ করেই কোতুলপুর সবজি বাজারে ভোট প্রচার ও জনসংযোগ সারলেন বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ। দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে খেলেন চপ মুড়ি।

গত ১৬ মার্চ কোতুলপুরে ভোট প্রচারে গিয়ে সেলুনে ঢুকে এক যুবকের চুল কাটেন তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল। তবে এদিন সৌমিত্র খাঁ সেলুনে ঢুকেছেন ঠিকই, কিন্তু চুল কাটেননি কারও। সেলুনে ঢুকে দীর্ঘ সময় জনসংযোগ সারেন বিজেপির এই প্রার্থী। যার শেষে সৌমিত্র খাঁ বলেন, 'কোতুলপুর আমার নিজের ঘর ও কোতুলপুরের মাটি আমায় বড় করেছে, আর কোতুলপুরের প্রতিটা কাজ আমি করেছি। ১৩ বছর এই ব্লকের সঙ্গে যুক্ত, এখানে বড় হয়েছি, এখানে ভোট চাইতে বলতে হয় না।'

বেআইনি কয়লা খনন বন্ধের দাবি এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বৃহস্পতিবার আসানসোল দক্ষিণ থানার ডামরায় বেআইনি কয়লা খনির বিরুদ্ধে সরব হলেন এলাকার বাসিন্দারা। বিক্ষুব্ধ বাসিন্দারা এদিন অবৈধ খনি এলাকায় যান ও কয়লা মাফিয়াদেরকে তাড়া করে এলাকা ছাড়া করেন বলে দাবি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে এলাকায় আসানসোলের দক্ষিণ থানার পুলিশ আসে। স্থানীয়দের অভিযোগ, কয়েকজনের নেতৃত্বে কয়েক মাস ধরে কুয়ো কেটে অবৈধ কয়লাখনি চলছে এলাকায়। পুলিশ সবকিছু জেনেও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। ডামরা এলাকাবাসীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এখানে অবৈধ কয়লা উত্তোলন করছে মাফিয়ারা। কয়লা খনির দাপট এতটাই বিস্তৃত যে, তা এখন মানুষের

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। এতে তাঁদের বাড়িঘর মাটিতে ভেঙে পড়ার আশঙ্কা বেড়েছে। তার প্রতিবাদ করতে গেলে মাফিয়ারা তাঁদের হুমকি দেয়। এরপর এলাকার লোকজনরা একত্রিত হয়ে অবৈধ খনিতে কাজ করা লোকদের ধাওয়া করেন। ভয়ে তাঁরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান। খনিতে থাকা বাঁশে আগুন দেওয়া হয়। পরে পুলিশ এলাকার বাসিন্দাদের শান্ত করে পরিস্থিতি সামাল দেয়। ভোটের মুখে এইরকম অবৈধ কয়লার ব্যবসা স্বভাবতই উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে শিল্পাঞ্চলে।

চোলাই সহ ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদ, গুসকরা: টোটোয় করে চোলাই মদ নিয়ে যাওয়ার সময় দু'জনকে গ্রেপ্তার করলেন আবগারি দপ্তরের আধিকারিকরা। ধৃতদের বৃহস্পতিবার বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়। পাশাপাশি টোটোটিকেও আটক করা হয়। আবগারি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম বসন্ত বাউড়ি ও সাগর বাউড়ি। তাঁদের বাড়ি আউশগ্রামের শ্যামপুর এলাকায়। ধৃতরা ওইসমস্ত চোলাই মদগুলি দু'টি প্লাস্টিকের জারে করে বিক্রির উদ্দেশ্যে টোটোতে করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আউশগ্রামের কুমারগঞ্জের কাছে এদিন সকালে চোলাই মদ সহ ধৃতদের হাতেনাতে ধরা হয়। তাঁদের কাছ থেকে প্রায় ২৫ লিটার চোলাই মদ উদ্ধার করা হয় বলেই জানা গিয়েছে।

ফের নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ কীর্তির বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: ফের দুর্গাপুরে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ উঠল তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদের বিরুদ্ধে আদর্শ নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ ওঠে। এদিন একের পর বিধিভঙ্গের অভিযোগে ক্রমশ উত্তেজনা তৈরি হয় দুর্গাপুর শিল্পশহরে। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শাসকদলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে বামফ্রন্ট ও গেরুয়া শিবির। রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে তৃণমূলের প্রার্থী নাটক করছেন বলে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। সিপিএমও কীর্তি আজাদের তীব্র বিরোধিতা করেছে।

উল্লেখ্য, দুর্গাপুরের নামো সগড়ভাঙার বেসরকারি কারখানায় ১৬ জন স্থায়ী এক্সিকিউটিভকে অস্থায়ী করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপক্ষ। সেই মতো বুধবার বিকেল ৪টার মধ্যে তাঁদের ইস্তফা দিতে বলা হয়। যদিও সিটু শ্রমিক সংগঠনের দাবি, দুপুরে কারখানা কর্তৃপক্ষ সেই বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করে নেয়। এদিকে, এক্সিকিউটিভদের পাশে দাঁড়াতে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করেন দুর্গাপুরের আইএনটিটিইউসি নেতা প্রভাত চট্টোপাধ্যায়।

সেই বৈঠকে ছিলেন বর্ধমান-দুর্গাপুরের তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদও। বৈঠক শেষে প্রভাত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'কর্তৃপক্ষ তাঁদের দাবি মেনে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিয়েছে। এই জয় কীর্তি আজাদের জয়। সবাই যেন তাঁকে ভোট দেন। দুর্গাপুর জুড়ে যেন এই জয়ের কথা প্রচার করা হয়।' আর তাতেই তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ করেছে সিপিএম। তাদের দাবি, আধিকারিকরা কেউ ইউনিয়নের সদস্য নন। তাহলে কেন আইএনটিটিইউসি নেতারা তৃণমূল প্রার্থীকে কারখানার প্রশাসনিক ভবনের সামনে নিয়ে ভোট প্রচার করলেন।

মালদায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ওয়েবকুপার রাজ্য সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রায় পাঁচ বছর পর তৃণমূল পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সমিতির সংগঠন ওয়েবকুপার রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে মালদায়। লোকসভা নির্বাচনের মুখে ৩০ মার্চ ওয়েবকুপার (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি প্রফেসর অ্যাসোসিয়েশন) সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে বিশেষ বার্তা দিতে পারেন সংশ্লিষ্ট সংগঠনের সভাপতি তথা রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। ইতিমধ্যে মালদা শহরের সমস্ত হোটেল সংশ্লিষ্ট সংগঠনের প্রতিনিধিদের থাকার জন্য বুকিং হয়ে গিয়েছে।

ওয়েবকুপা সংগঠন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ১৭০০ জন প্রতিনিধি বিভিন্ন জেলা থেকে এই সম্মেলনে উপস্থিত হবেন। মালদার গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরেই ৩০ মার্চ (শনিবার) একদিনের জন্য এই রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এবারে ওয়েবকুপার তৃতীয়তম রাজ্য সম্মেলন বলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন সূত্রে জানা গিয়েছে। ২০১৯ সালের পর থেকে তৃণমূল পরিচালিত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সমিতির এই সংগঠনের সম্মেলন হয়নি। নতুন করে ওয়েবকুপার সংগঠনকে চাঙ্গা করতেই রাজ্য সম্মেলনের বার্তা দিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু । তিনিও এদিন এই সম্মেলন ও সেমিনারের মাধ্যমে উপস্থিত অধ্যাপকদের লোকসভা নির্বাচনকে ঘিরেই নানান বিষয়ে মতামত বিনিময় করতে পারেন বলেও জানা গিয়েছে।

ইতিমধ্যে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে চতুর্দিক নীল সাদা কাপড় দিয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে। চলছে জোর প্রস্তুতি। মালদা শহরের একাধিক বিলাসবহুল হোটেলগুলিও প্রতিনিধিদের থাকার জন্য বুকিং হয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বিভিন্ন প্রচারের মাধ্যমে সাজিয়ে তোলা হয়েছে।

ওয়েবকুপার রাজ্য সম্মেলন পরিচালন কমিটির কর্মকর্তা তথা অধ্যাপক সৌগত পাল এবং সহ-সভাপতি মণিশংকর মণ্ডল জানিয়েছেন, প্রায় পাঁচ বছর পর ওয়েবকুপার রাজ্য সম্মেলন হতে চলেছে। সংগঠনের সভাপতি তথা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু ছাড়াও উপস্থিত থাকবেন সংশ্লিষ্ট সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণকলি বসু ঘোষ, সহ-সভাপতি সুমন ব্যানার্জি সহ বিশিষ্টজনেরা। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিনিধিরা আসবেন এই সম্মেলনে যোগ দিতে। সেখানেই আগামী দিনের সংগঠনের পরিচালনার ক্ষেত্রে কি ধরনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে।

তবে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, গত পাঁচ বছর আগে ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের সময় এই রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তার ঠিক পাঁচ বছর পর আবার ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচন ঘোষণা হতেই সংশ্লিষ্ট সংগঠনের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের নিয়েই তৎপরতা শুরু করেছে তৃণমূল পরিচালিত ওই সংগঠন। কারণ, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের অনেকে নতুন ভোটার রয়েছেন। পাশাপাশি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক ভাবে অনেকেই অনেক পড়ুয়ারা যুক্ত রয়েছে। সেদিকে লক্ষ্য রেখে লোকসভার তৃণমূল প্রার্থীদের গুরুত্ব বোঝাতেই ওয়েবকুপার এই রাজ্য সম্মেলন বলেও মনে করা হচ্ছে।

দলিল হারিয়েছে

দুইটি মূল হস্তান্তর স্বত্ব দলিল জমির পরিমাণ আনুমানিক **২ কাঠা ৪ ছটাক ৩৯ বর্গফুট** কমবেশি অবস্থিত মৌজা : **দশদ্রোণ**, জেএল নং ৪, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৩৫৯, আরএস খতিয়ান নং ২৮৮, এলআর খতিয়ান নং ৩৬২৪ এবং ৩৬১৭ (নতুন), ৩৫৭৬, ৩৫৭৫ এবং ৩৫৭৭ (পুরানো), থানা : বাগুইআটি, ওয়ার্ড নং ৫, প্রান্তিক আবাস (দশদ্রোণ) রোড, কলকাতা : ৭০০১৩৬ বিধাননগর পুরসভা অধীন এডিএসআর রাজারহাট নিউ টাউন অধিক্ষেত্রে, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা অনুযায়ী হারিয়ে গিয়েছে। উক্ত মূল দলিল তারিখ ২৭.০৫.১৯৯৬, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এস. আর. ও. -বিধাননগর এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৪৯, পৃষ্ঠা ৩১৯ থেকে ৩২৫, দলিল নং ২১৯৭ -১৯৯৬ সালের, এবং অন্য মূল দলিল তারিখ ১১.০৮.২০০৪, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এস আর ও. বিধাননগর এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৩৬০, পৃষ্ঠা ১৭৬ থেকে ১৯০, দলিল নং ৬০৪৯-২০০৪ সালের, উক্ত দলিল হারিয়েছে এবং স্থানান্তরিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমার মক্কেল **হোমায়ুন সেলিম** কর্তৃক ভদ্রেশ্বর থানায় জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য নং **জি ডি ই নং ১২২৭, ২৩.০৩.২০২৪ তারিখে** দায়ের করা হয়েছে। উক্ত দলিল কোনও ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধক রাখা নেই। আমার মক্কেল আরও অবগত করছে যে, ঋণ সুবিধা পাওয়ার জন্য উক্ত দলিল ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখতে আগ্রহী। কোনও ব্যক্তি উক্ত দলিল পেয়ে থাকলে বা কোনও দাবি থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে দাবি সম্বলিত নোটিশ পাঠাতে পারেন, অন্যথায় ব্যর্থ হলে পরবর্তীতে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

রীতু হেলা,
অ্যাডভোকেট
বারাকপুর আদালত
মোবাইল নং : ৯৭৪৮৮৫৬৮০৪

SBI — এসবিআই সল্ট লেক পি বি শাখা (০৪২০৪) — লকার ভেঙে খোলার বিজ্ঞপ্তি

কলকাতা-৭০০০৯৭। ই-মেইল: sbi.04204@sbi.co.in

ক্র. নং	এসডিভি নং	ক্যাবিনেট নং	লকার নং	নাম	বকেয়া ফি ৩১.০৩.২০২৪ অবধি
১.	৪৯৫৭৫০৫১৩৪৪	A	৪৮	কিরণ মিত্র	১৫৪১৩/-
২.	৪৯৫৭৫২৫২৬৪৮	D	২৩	কালী প্রসন্ন ভট্টাচার্য	১৬৬৭৩/-
৩.	৪৯৫৬৭৭৮১২৮৮	C	১১	বাবুল রতন পাল	১৬৬৭৩/-

তারিখ: ২৯.০৩.২০২৪
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা
বি-৮/৩৫ (সিএ), আইটিআই মোড়, ঘোষপাড়া, কল্যাণী, পো. কল্যাণী, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১ ২৩৫, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রী বিনায়ক সিং, চিফ ম্যানেজার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা

SBI — এসবিআই গোয়াবাগান শাখা (০৪৭৭৩) — সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

ঋণগ্রহীতার নাম: নীতেশ কুমার গুপ্তা

ক্র. নং	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারেট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রাম)	আইটেম সংখ্যা
১.	০৯.০৪.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২০ সি	গ্রস ওজন ১৮.২৫০ নিট ওজন ১৫.৩৮০	৬টি মীনা সহ কানের দুল
২.	০৯.০৪.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ৯.০৬০ নিট ওজন ৬.১২০	১টি জপমালা সহ চেইন
৩.	০৯.০৪.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ২.৫৩০ নিট ওজন ২.২২০	১টি হাতের আংটি

তারিখ: ২৯.০৩.২০২৪
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান — দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

...থেকে এবং অন্যান্য সকল অংশ বাণিজ্যিক জমির এরিয়া পরিমাণ ৮.০০ কাঠা/বা ৫৭৬০ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত প্লট নং বাল্ক ব্লক/ সেক্টর দক্ষিণ জি টি রোড, প্লট নং সিএস-৩৩৯৫(অংশ) মৌজা : ফরিদপুর, জেএল নং ৭৪, তৌজি নং ১, সিটি সেন্টার, থানা : দুর্গাপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ : ৭১৩২১৬।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ২৮.০৩.২০২৪, স্থান - দুর্গাপুর অনুমোদিত অফিসার, এসবিআই, এসএআরবি, বর্ধমান

SBI — এসবিআই, আরএসিপিসি বিধাননগর (১৫৩৪২) — ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

জোনাল অফিস বিল্ডিং (৫ম তল), ১/১৬ ভি আই পি রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৪ ই-মেল - sbi.15342@sbi.co.in

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১. ২.	**শ্রী ধর্মেন্দ্র বাল্মিকী** পিতা প্রয়াত হরগোবিন্দ বাল্মিকী **শ্রীমতি সীমা বাল্মিকী** স্বামী শ্রী ধর্মেন্দ্র বাল্মিকী ১৭/ই/২, পশ্চিম ধানগর পাড়া, ওয়ার্ড নং ২, পো. নোনা চন্দনপুকুর, ব্যারাকপুর, কলকাতা - ৭০০১২২ **ল্যান্ডমার্ক : ব্যারাকপুর ১৭ নং রেল গেট** **শাখা : দমদম রোড (১২৩৭৩)**	**তপশিল সি : অংশ -১ :** (অস্থাবর সম্পত্তি দায়বদ্ধ) (অনুগ্রহ করে দায়বদ্ধ সম্পত্তির উল্লেখ করা জরুরি : যেমন চলতি সম্পদ, মজুত, বুক ডেটস, আদায়যোগ্য, ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি এবং স্পেয়ার্স এবং দায়বদ্ধ অস্থাবর প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি ইত্যাদি যা নথিতে উল্লিখিত রয়েছে (তপশিল 'বি') **অংশ -২** (সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তি) (অনুগ্রহ করে উল্লেখ জরুরি ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তি যেমনটি নথিতে উল্লেখ রয়েছে বন্ধকদত্ত নথি/দলিলে (তপশিল 'বি') (ডক নং তারিখ অধীনে) অনুযায়ী। **সংশ্লিষ্ট সকল** অংশ জমির পরিমাণ ১ কাঠা ১৪ ছটাক ৪ বর্গফুট কমবেশি এবং পূর্ব দিকে সড়কের অংশ জমির পরিমাণ ২৭০ বর্গফুট এভং তদস্থিত ১০০ বর্গফুট কাঁচা ঘর সহ জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, অবস্থিত মৌজা : **'চন্দনপুকুর'**, জেএল নং ২, আরএস নং ১৫, তৌজি নং ৩৪০, ১০৮, ১৮২, আরএস দাগ নং ১২৪২, খতিয়ান নং ৬৫৬, থানা : টিটাগড়, বারাকপুর পুরসভা অধীন, বারাকপুর এডিএসআর অফিস অধিক্ষেত্রে, নথিভুক্ত উল্লেখ্য বুক নং ১, ভল্যুম নং ২২, পৃষ্ঠা ২২৩ থেকে ২৩৬, দলিল নং ০৬০৪৯-২০১০ রেজিস্ট্রিকৃত অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার, অফিস এডিএসআর বারাকপুর, পশ্চিমবঙ্গ। সম্পত্তি শ্রী ধর্মেন্দ্র বাল্মিকী এবং শ্রীমতি সীমা বাল্মিকীর নামে। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** বি সরকারের ভবন, **দক্ষিণে :** প্লট নং ৩, **পূর্বে :** ১১ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, **পশ্চিমে :** শ্রী কুন্ডুর ভবন সমন্বিত।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ১৩.০৩.২০২৪ এনপিএ তারিখ ০৪.০৩.২০২৪	লোন এ/সি নং ৩৮৫৬৩৩২৮২৯১ (এইচবিএল) ৩৮৮০৮৩০২২৫৪ (টপ-আপ) ৩৮৫৬৩৩৭৩৪৬৯ (সুরক্ষা) ২৬,৮০,৬৫৫.০০ টাকা (ছাব্বিশ লাখ আশি হাজার ছশো পঞ্চান্ন টাকা) ১১.০৩.২০২৪ অনুযায়ী। আপনারা উক্ত পরিমাণের সঙ্গে ব্যয় শুল্ক চার্জ ইত্যাদি সহ পরবর্তী সুদ চুক্তি মোতাবেক হারে ১২.০৩.২০২৪ থেকে আদায় দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ২৯.০৩.২০২৪
স্থান - বিধাননগর
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

IDBI BANK — আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট

CIN : L65190MH2004GOI148838
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং - (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭৫৫/৭৬৬

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি সেল, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি, জোনাল অফিস বিল্ডিং ... অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ...

ক) ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতার নাম খ) দখলের ধরন গ) এ/সি নং	১. দাবি নোটিশ ২. দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	সম্পত্তির বিস্তারিত
ক) শ্রী অমিত দাস (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতি রীনা দাস (সহ ঋণগ্রহীতা) খ) বাস্তবিক গ) ০৬৯০৬৭৫১০০০০০৬১১, ০৬৯০৬৭৫১০০০০০৬২০	১) ১২.০৭.২০২২ ২) ২৮.০৩.২০২৪ ৩) ১৩,৬০,৩৪৫.১৮ টাকা (তেরো লাখ ষাট হাজার তিনশো পঁয়তাল্লিশ টাকা এবং আঠারো পয়সা) টাকা ১০.০৪.২০২২ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ, শুল্ক এবং চার্জ সহ।	ফ্ল্যাটের বিস্তারিত : সংশ্লিষ্ট সকল অংশে ফ্ল্যাট পরিমাণ ৮০৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ...

তারিখ : ২৯ মার্চ, ২০২৪
স্থান : গোপালপুর, রাজারহাট, কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা — ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : চন্দ্র শেখর সিং, ই-মেল আইডি : c.s@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১২৪১২

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ৩০.০৪.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : "আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি ...

ক্রম নং ১

SARB FILE NO. 19599/HKT, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১২৪১২

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৩.০৪.২০২৪

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইবাপি দেখুন : https://ibapi.in দেখুন।

তারিখ : ৩০.০৩.২০২৪
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকে সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

দেশের সম্পদ বিদেশে পাচারের অভিযোগে গোঘাট থেকে গ্রেপ্তার ৯

মূল অভিযুক্ত সৃষ্টিধর মাইতির ১১ দিনের জন্য পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: দেশের প্রাচীন বহুমূল্য সম্পদ এবং ভারতের মূল্যবান ভেষজ উদ্ভিদ বিদেশে পাচার চক্রের হদিস পেল আরামবাগ মহকুমার গোঘাট থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ৯ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে অধিকাংশই আরামবাগ মহকুমা এলাকার বাসিন্দা। গোঘাটের শ্যামবল্লভপুরের মাইতি পাড়া থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযুক্তদের আরামবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হলে তাদের মধ্যে মূল অভিযুক্ত সৃষ্টিধর মাইতিকে ১১ দিনের জন্য পুলিশি হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন আদালত। অপর দিকে ধৃত বাকি ৮ জনকে ১৪ দিনের জন্য জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ সূত্র জানা গেছে, রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের জাল নথি তৈরি করে বিভিন্ন এলাকা থেকে পুরনো মূল্যবান জিনিসপত্র বিদেশে চোরাচালান করার কাজ চালাত অভিযুক্তরা। ধৃতদের কাছ থেকে ভারত সরকারের ভুয়ো স্ট্যাম্প দেওয়া একটি গাড়ি সহ বেশ কিছু জালি নথিপত্র, বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা সহ মূল্যবান ভেষজ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পেরেছে তারা বিভিন্ন এলাকা

থেকে দুষ্প্রাপ্য জিনিস পাচারের কাজ করত। কাজের সুবিধার জন্য ভুয়ো সরকারি নথি ব্যবহার করত তারা। এদিন ধৃতদের আরামবাগ মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম সৃষ্টিধর মাইতি, বাড়ি গোঘাটের শ্যামবল্লভপুর, কার্তিক পাখিরা, বাড়ি গোঘাটের বালি, শ্যামল মণ্ডল, চন্দ্রকোনার সীতানগর, শ্যামল মাঝি, বাড়ি খানাকুল, তাপস মাইতি,বাড়ি গোঘাটের শ্যামবল্লভপুর, শেখ হাফিজুল, বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুর,সন্তু ভাণ্ডারী, বাড়ি চন্দ্রকোনার নীলগঞ্জ, শেখ নাজিমুল, বাড়ি ঘাটালের আনন্দপুর, জয়নগর, রোহিত চালক, বাড়ি ঝাড়গ্রামের বিনপুর এলাকায়। দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান জিনিসের চোরাচালানের এই চক্র শুধু আরামবাগ মহকুমা বা রাজ্যজুড়েই নয়, দেশজুড়েই এই জাল বিস্তৃত বলে মনে করছে তদন্তকারী অফিসাররা। যদিও এখনও পর্যন্ত পুলিশের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে এদিন মূল পান্ডা সৃষ্টিধর মাইতির বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, থমথমে পরিবেশ। সামান্য সবজি বিক্রেতার বিরাট পাকার বাড়ি। বেশ কয়েকটি দামি মোটর বাইক রয়েছে। দামি চার চাকা গাড়িও রয়েছে বলে স্বীকার করেন ধৃতের গৃহবধূ। বাড়িতে সিসিক্যামেরা লাগানো আছে। ছাদে জাতীয় পতাকা লাগানো রয়েছে। তবে এই বিষয়ে ধৃত সৃষ্টিধর মাইতির স্ত্রী জ্যোৎস্না মাইতি বলেন, গাছ নিয়ে কাজ করছিল বলে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে। এর বেশি কিছু জানি না। কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক ও নথি নিয়ে গেছে। বহু পুলিশ এসেছিল। বাড়ি ঘিরে ধরেছিল। ধৃত তাপস মাইতির স্ত্রী মঞ্জু মাইতি বলেন, কে কি ব্যবসা করে জানি না। আমার স্বামী সোনার কাজ করে। বাড়িতে বসে দুই ভাই গল্প করছিল। পুলিশ তাই দুই জনকে গ্রেপ্তার করে। অপরদিকে বালি অঞ্চলের প্রধান রঘুনাথ সাঁতরা বলেন, যদি কেউ খারাপ কাজ করে তাহলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা হবে। অনৈতিক কাজ করলে পুলিশ ব্যবস্থা নেবে। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই। অন্যদিকে বিজেপি নেতা বিমান ঘোষ বলেন, অবৈধ কাজ ও লেনদেনের বিষয়টা তো নির্বাচন কমিশন দেখছে। আর টাকা পয়সা মানেই তৃণমূল কংগ্রেস। ওদের হাত থাকতে পারে। পুলিশ তদন্ত করে দেখুক। তবে এই নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সবমিলিয়ে এসপি সহ পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও কেউ ফোন ধরেননি। সূত্রের দাবি, ভোটের আগে এই অভিযান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই ঘটনার সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক আছে কি না তার খোঁজ চলছে।

ঝাড়গ্রাম উদ্ধারের লড়াইয়ে কালীপদ সরেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: দেওয়ালে রং তুলি গুলিয়ে নিজের নাম লিখছেন, জোড়া ফুল প্রতীক এঁকে তাকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়ে প্রচার করছেন ঝাড়গ্রামের তৃণমূল প্রার্থী কালীপদ সরেন। গতবার এই লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি জিতেছিল। তাই ঝাড়গ্রামের দেওয়াল লিখন কি পড়তে পারছেন কালীপদ সরেন? বললেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঝাড়গ্রামের সভায় নাম ঘোষণার পর থেকেই শুরু করেছি প্রচার, মানুষের সাড়াও পাচ্ছি ভালো। আদিবাসী সাহিত্য জগতে খেরোয়াল সরেন নামে পরিচিত কালীপদবাবু বছর দুয়েক আগেও বিজেপিতে ছিলেন, তারপর যোগ দেন তৃণমূলে।

চৈত্রের প্রখর রোদ গরমে ঝাড়গ্রামের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ছোট ছোট কর্মিসভা করছেন। কর্মীরা নয়াগ্রাম গোপীবল্লভপুর বিনপুর গড়বেতা বান্দোয়ান ও ঝাড়গ্রাম বিধানসভা এলাকায় দেওয়াল লিখছেন। তৃণমূল প্রার্থী কালীপদ সরেন কর্মীদের পাশে দাঁড়িয়ে দেখছেন দেওয়াল লিখন। কখনো হাতও লাগাচ্ছেন। কর্মীদের কিছুক্ষণ সঙ্গ দিয়ে পেশাদার রাজনীতিকের মতো হেসে ভিক্টরি সাইন দেখিয়ে গাড়িতে উঠছেন। কিন্তু প্রতিদিন সারাদিনের প্রচার ব্যস্ততার মাঝে থাকছে দুশ্চিন্তার ছাপ। গতবারের মতো এবারও ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রটি বিজেপির দখলে চলে যাবে না তো, -এরকমই অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন নেতাকর্মীরাও। তাই, বিজেপি এখনো প্রার্থী ঘোষণা করতে না পারলেও একটা অস্থিরতা ধরা পড়ছে তৃণমূল প্রার্থী কালীপদ সরেনের মধ্যে। কালীপদ সরেনের নাম ঘোষণা হওয়ার পর ঝাড়গ্রাম শহরের তৃণমূল অফিসে উড়ছে বড় মাপের কয়েকটি ঘাসফুলের পতাকা। কর্মীদের আনাগোনাও বেড়েছে। কয়েক দশক থেকে সাঁওতালি বই লিখে আসা কালীপদ ওরফে খেরওয়াল সরেনের ভোটের ময়দানে নামাটা কিছুটা চমকে বটে। দলনেত্রী নিজে তাকে মনোনীত করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সম্মান রাখতে জয়ের স্বাদ পেতে রাত দিন ছুটে বেড়াচ্ছেন কালীপদবাবু। নিবিড় সংযোগ রেখে চলছেন বিধানসভা কেন্দ্রগুলির বিধায়ক সহ স্থানীয় নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে।

বাংলার মানুষ রাজা বলতে রামমোহন আর রানি বলতে রাসমণিকেই চেনে : মহুয়া মৈত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: আপনার বয়স হয়েছে আমি শুনেছি ভিড়ে আপনার কষ্ট হয়। ভয় অতিক্রম করে কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রে ১৮৪৮টি বুথে ঘুরুন মানুষের সঙ্গে মিশুন নিশ্চয়ই ভোটের ময়দানে ভালো খেলা হবে। বৃহস্পতিবার নির্বাচনে প্রচারে যাওয়ার আগে কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী মহুয়া মৈত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী অমৃতা রায় সম্পর্কে এমনই মন্তব্য করলেন কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্র। তিনি অমৃতা রায়কে রাজমাতা অথবা রাজবধূ আখ্যা দিতে নারাজ। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মহুয়া মৈত্র জানান, রাজা বলতে বাংলার মানুষ রাজা রামমোহন রায়কে জানে আর রানি বলতে রানি রাসমণি। এ ছাড়া অন্য কোনও রাজা বা রানি আছে বলে আমার জানা নেই। একই সঙ্গে ভোটের ময়দানে বিজেপি প্রার্থীকে স্বাগত জানিয়ে মহুয়া মৈত্র বলেন, ভোটের ময়দানে খুব ভালো খেলা হবে। অন্যদিকে বৃহস্পতিবার দিল্লিতে ইডি সমন পাঠিয়েছিল মহুয়া মৈত্রকে সে প্রসঙ্গে নির্বাচনী প্রচারের ফাঁকে মহুয়া মৈত্র বলেন, ইডি যে আমাকে তলব করেছে সে কথা মিডিয়াকে কে বলেছে? ইডির তলব নিয়ে দুই সপ্তাহ আগে দিল্লি হাইকোর্টে কেস করেছেন মহুয়া মৈত্র। সেখানে ইডির গোপনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছে। ইডি যে মহুয়া মৈত্রকে তলক করেছে সে কথা নাকি তিনি বলতে পারবেন না বলেই জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রীর ফোন কল সম্পর্কে কৃষ্ণনগরের তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্র বলেন, উনি কাকে ফোন করছেন সেটা আমার জানার দরকার নেই। প্রধানমন্ত্রী নিজেই পেগাসাস লাগিয়ে তার ফোন কল শোনেন বলেই মন্তব্য করেছেন। তাই প্রধানমন্ত্রী কাকে ফোন করলেন সে সম্পর্কে মহুয়া মৈত্রের কোনও মাথাব্যথা নেই বলেই জানালেন। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে নটা নাগাদ কৃষ্ণনগরের বাড়ি থেকে তার নির্বাচন ক্ষেত্র মহুয়া মৈত্র কালীগঞ্জ ব্লকের নয়াচর এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে যান। সেখানে গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করেন এবং চায়ের দোকানে গিয়ে নিজে হাতে চা নিয়ে খান। ইডি বা সিবিআই নিয়ে তিনি যে কিছুই ভাবছেন না আজ তার শারীরিক ভাষাতেই স্পষ্ট। মাঝে মাত্র দুটি দিন তারপরেই মহুয়া মৈত্রের সমর্থনে রাজ্যে প্রথম লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে আসছেন দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ৩১ মার্চ কৃষ্ণনগর ২ নম্বর ব্লকের ধুবুলিয়া সুকান্ত স্পোর্টিং ক্লাবের ময়দানে মুখ্যমন্ত্রীর প্রথম নির্বাচনী জনসভা। আর তাই এখন অন্য কিছু না ভেবে প্রচারেই মনোনিবেশ করতে চান কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্র।

কারাম উৎসব থেকে নিখোঁজ কিশোর-কিশোরী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: কারাম উৎসব প্রাঙ্গণ থেকে ৩ কিশোরী ও এক কিশোর নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল। পরিবারের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে লিখিত অভিযোগ জানানোর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তৎপরতার সঙ্গে কিশোর কিশোরীদের উদ্ধার করল আউশগ্রামের ছোড়া ফাঁড়ির পুলিশ। তারপর তাদের ডাক্তারি পরীক্ষার পর আদালতে গোপন জবানবন্দির জন্য বৃহস্পতিবার দুপুরে তাদেরকে বর্ধমান আদালতে পেশ করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত মঙ্গলবার পাশের গ্রামে কারাম উৎসব দেখতে যায় বছর বারো থেকে তেরোর দুই কিশোরী। সেখানে গিয়ে সেখানকার দুই সমবয়সি বান্ধবী ও এক বন্ধুর সঙ্গে তাদের দেখা হয়। তারা সকলে মিলে পুজো দেওয়ার জন্য ফুল তুলতে যায়। কিন্তু তারা আর ফিরে না আসায় চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে পড়ে তাদের পরিবার। মঙ্গলবার রাত থেকে তাদের খোঁজ না মেলায় পরিবারের তরফে বুধবার দুপুরে এনিয়ে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়। ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়।

পুলিশ জানিয়েছে, এদিন সকালে অজয় নদের তীরবর্তী বীরভূম এলাকা থেকে অবশেষে কিশোর কিশোরীদের উদ্ধার করা হয়। পুলিশের দাবি, ওই সমস্ত কিশোর কিশোরীদের দাবি, তারা সেদিন ফুল তুলতে গেলে তাদের কেউ ভয় দেখান। তখন তারা দিক ভুলে অন্যদিকে চলে যায় এবং ভয়ে একটি নির্জন জায়গায় লুকিয়ে পড়ে। পুলিশ সেখান থেকে তাদের এদিন উদ্ধার করে। তবে ওই কিশোর কিশোরীদের যে ব্যক্তি ভয় দেখিয়েছিলেন তাঁর সন্ধানে খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

বিপুল পরিমাণ চোলাই-সহ ৪ মহিলা মাদক পাচারকারী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: লোকসভা ভোটের মুখে বিপুল পরিমাণ চোলাই-সহ চার মহিলা মাদক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করল আবগারি দপ্তর। বৃহস্পতিবার সাতসকালে এই ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানা পোপড়া স্ট্যান্ড এলাকায়। এদিন আবগারি দপ্তরের পুরাতন মালদা সার্কেলের ওসি মহম্মদ আসলাম শেখের নেতৃত্বে গোপনে অভিযান চালানো হয়। তাতেই প্রায় ১৫৬ লিটার চোলাই উদ্ধার করে আবগারি দপ্তর। এই ঘটনার পর ধৃতদের এদিন মালদা আদালতে পেশ করা হয়েছে।

আবগারি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত চার মহিলার নাম মিনতি সোরেন, শান্তি হেমরম, হোপানময় বাস্কে এবং সাধনা হেমব্রম। এদের বাড়ি পুরাতন মালদা থানার যাত্রাডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের বলাতুলি এলাকায়। ধৃতদের মধ্যে একজন মহিলা মাদক কারবারি এর আগেও চোলাই পাচারের ক্ষেত্রে গ্রেপ্তার হয়েছিল। পরবর্তীতে সে জামিনে ছাড়া পায়।

আবগারি সূত্রে জানা গিয়েছে, লোকসভা ভোটের মুখে ব্যবহৃত খালি প্লাস্টিকের বোতলে বিপুল পরিমাণ চোলাই মজুত করেছিল অভিযুক্ত ওই চার মহিলা। সেগুলি পুরাতন মালদা থেকে একটি গাড়িতে করে ইংরেজবাজার ব্লকের বিশ্বনাথ মোড় এলাকায় পাচার করার পরিকল্পনা নিয়েছিল। সেই খবর গোপন সূত্রে জানতে পারে পুরাতন মালদা আবগারি দপ্তরের কর্তারা। এরপরই অভিযান চালিয়ে ওই চার মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এদিকে নির্বাচনের মুখে মালদার প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় চোলাই চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে তাও স্বীকার করেছে আবগারি দপ্তরের একাংশ কর্তারা। এক্ষেত্রে নজরদারি চালানো এবং বিভিন্ন চোলাইয়ের ঠেকের বিরুদ্ধেও নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছে আবগারি দপ্তর। সম্প্রতি পুরাতন মালদার একটি আদিবাসী পাড়ায় চোলাই-এর বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে আক্রান্ত হন আবগারি দপ্তরের কর্তারা। তারপর থেকে চোলাই মদের বিরুদ্ধে নজরদারিতে আরো তৎপর হয়ে ওঠে। যার ফলস্বরূপ এদিন চার আদিবাসী মহিলা সহ বিপুল পরিমাণ চোলাই আটক করা হয়।

মালদার ডেপুটি এক্সাইজ কালেক্টর নীলেন্দু দাস জানিয়েছেন, সারা বছরই জেলার বিভিন্ন এলাকায় এই ধরনের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। বেআইনি এই ধরনের মাদকের কারবার ঠেকাতেও সমস্ত রকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

আক্রমণ ও কুকথা না বলে দেশকে বাঁচাতে হবে : দেব

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: অকথা, কুকথা বলা থেকে সবাইকে দূরে থাকতে বলছি। তৃণমূল কিংবা বিজেপি নয়, সবাইয়ের বিরুদ্ধে আমি এই কথা বলছি। কারণ, দেশটাকে তো বাঁচাতে হবে।

বৃহস্পতিবার খড়গপুর-২ ব্লকের মাদপুরে প্রচারের সময় এ কথা বলেন ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী দেব। হিরণকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে বলেন, ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রে জিততে গেলে মানুষের ভালোবাসা আদায় করতে হবে। আপনি সন্ত্রাসের রাজনীতি, মৃত্যুর রাজনীতি, চুরি, ইডি, সিবিআই এইসব নিয়ে রাজনীতি করতে গেলে বিশ্বাস করুন গোহারান হারবেন।

সম্প্রতি খড়গপুর-২ ব্লকের পাপরআড়াতে এক বিজেপি কর্মীর মৃত্যু হয়। যা নিয়ে দেবকে নিশানা করেন হিরণ। এই মৃত্যুর রক্ত দেবের হাতে লেগে রয়েছে বলেও মন্তব্য করেন। দেব বলেন, যিনি মারা গেছেন তার প্রতি আমার সমবেদনা রয়েছে আমার দলের তরফ থেকে তার পরিবারকে সব রকম সাহায্য করা হবে। কিন্তু রাজনীতি এমন একটা জায়গায় চলে গেছে ভোটে জেতার জন্য যা ইচ্ছা মিথ্যা কথা বলতে হবে? আমরা জেতার জন্য আর কত নীচে নামব? এরপরেই দেব বলেন, আপনারা কি আমার মুখ থেকে কখনো কোন হিংসার কথা শুনেছেন? আমার সৌজন্যতা আমার দুর্বলতা নয়, এটা আমার গর্ব। আমি এটা বিশ্বাস করি। আজকে আমি চাইলেই পাল্টা হিরণকে নিয়ে বলতে পারি, কিন্তু আমি ব্যক্তি আক্রমণে যাই না। আমার মনে হয় এই দোষটা শুধু প্রার্থীর না যারা ভোট দিচ্ছেন তাদেরও। ভোট দেবেন না, দেখবেন তারপর দিন থেকে সবকিছু চেঞ্জ হয়ে যাবে।

এদিন দেবকে জিজ্ঞেস করা হয়, কুকথা তো শুধুমাত্র বিজেপির নেতারা না তৃণমূলের নেতারা ও বলছেন। তার উত্তরে দেব বলেন, আমি শুধু বিজেপির কথা বলছি না আমি সবার কথা বললাম। আমি সবার বিরুদ্ধে বলছি। দেশটাকে তো বাঁচাতে হবে।

বধূকে দানা বিষ খাইয়ে চম্পটের অভিযোগ শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমতা: এক গৃহবধূকে দানা বিষ খাইয়ে চিকিৎসকের কাছে ফেলে চম্পট দেওয়ার অভিযোগ স্বামী সহ শ্বশুর বাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। আর এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হাওড়ার পেঁড়ো থানা এলাকার বলরামপুর গ্রামে। পরে আমতা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত গৃহবধূর নাম রোহিনী দোলুই (২৪)।

ওই গৃহবধূর বিবাহিতা দিদি সোহিনী মেটের অভিযোগ, তাঁর বোনের সঙ্গে বছর চারেক আগে প্রেম করে পালিয়ে বিয়ে হয়েছিল পেঁড়ো থানার বলরামপুরের যুবক সুমন দোলুইয়ের। বছরখানেক আগে থেকে রোহিনীকে বাবার বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল। সে কথা বোনকে জানালেও বাবার বাড়িতে জানাতে পারেননি রোহিনী। তাঁদের মা পরিচারিকার কাজ করেন। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, আড়াই বছরের মেয়েকে মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে আছড়ে ফেলা হয়েছিল। পরে মেয়ের জীবন বাঁচাতে রোহিনী মেয়েকে নিয়ে বাবার বাড়ি চলে আসেন। কয়েক মাস যাওয়ার পর স্ত্রীকে বুঝিয়ে ফের নিজের কাছে নিয়ে আসেন সুমন। ফের অত্যাচার শুরু হয়।

আরও অভিযোগ, সোমবার রোহিনীকে মুখ চেপে দানা বিষ খাইয়ে দেয় স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন। এরপর তাঁকে দেবান্দি এলাকার এক গ্রামীণ চিকিৎসকের চেম্বারে রেখে চম্পট দেন। পরে ওই চিকিৎসকের কাছ থেকে এলাকার লোকজন জানতে পেরে গৃহবধূর বাবার বাড়িতে খবর দেন। সেখান থেকে তাঁকে আমতা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বুধবার রাতে মৃত্যু হয় রোহিনীর। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এখনও পর্যন্ত রোহিনীর শ্বশুর বাড়ির লোকজন পলাতক বলে জানিয়েছে পুলিশ। এই ঘটনায় ওই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পাড়া বৈঠকে সিপিএম প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: বৃহস্পতিবার কোলিয়ারি এলাকায় ভোট প্রচার করলেন আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী জাহানারা খান। এদিন সকালে বাঁকলো এরিয়ার চনচনি কোলিয়ারিতে প্রার্থীর সমর্থনে শ্রমিকদের নিয়ে পিট মিটিং করে সিপিএম। সেই মিটিংয়ে প্রার্থী জাহানারা খান ছাড়াও বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপিএম দলের জেলা সম্পাদক তথা প্রাক্তন বাম বিধায়ক গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যরা। দুপুরবেলায় প্রার্থী পাড়া বৈঠক করেন বিশ্বেশ্বরী কোলিয়ারির বিভিন্ন শ্রমিক মহল্লায়। প্রচারে বাম প্রার্থী জাহানারা খান বলেন, 'দেশ বিক্রির পাশাপাশি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কয়লা শিল্প বিক্রি করার চক্রান্ত চালাচ্ছে। পার্লামেন্টে বামপন্থীদের শক্তি বাড়াতে হবে, তা না হলে কয়লা শিল্পকে বাঁচানো যাবে না।' রাজ্যের তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধেও সমালোচনায় সরব হন তিনি। জাহানারা বলেন, 'বাংলাতে তৃণমূল মাফিয়া ও লুঠের রাজ কায়েম করেছে। বিজেপি আর তৃণমূল একই, এরা সবাই দুর্নীতিগ্রস্ত। দেশ এবং রাজ্য বাঁচাতে একমাত্র বামপন্থীরাই ভরসা।'

বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: বীরশিবপুরে বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল একজনের। এই ঘটনায় আরও বারো জন যাত্রী গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে ১৬ নং জাতীয় সড়কের বীরশিবপুরে বাগনান -ধর্মতলা রুটের একটি যাত্রীবাহী বাসের পিছনে ধাক্কা মারে একটি লরি। বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীদের ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় একজনের। আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এই ঘটনায় জাতীয় সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়।

অভিনব দোল উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, জয়পুর: দোল উৎসব কেটে গেলেও এখনও তার রেশ কাটেনি। হাওড়া শ্যামপুর এবং পাঁচলা এলাকায় এখনও পঞ্চম দল, নবম দল চলছে। এর মাঝখানেই এক অভিনব দোল উৎসবের সাক্ষী থাকল হাওড়াবাসী। বৃহস্পতিবার হাওড়ার জয়পুর থানার পার বাকসির 'চিরনবীন' নামক একটি বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল অভিনব দোল উৎসব। এই সংস্থার অধীনে প্রায় তিন শতাধিক সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া নারী, শিশুরা অংশ নিল দোল উৎসবে। আর সাক্ষী থাকল সমাজের সবস্তরের মানুষজন। এদিন উলুবেড়িয়া কলেজ থেকে একদল শিক্ষার্থী এবং অধ্যাপকরা এসেছিলেন দোল উৎসবে সামিল হতে। মানসিক ভাবে পিছিয়ে পড়া কিশোরীরা পারফর্ম করল রবি ঠাকুরের গানে। কেউ বা রাধার সাজে, কেউ কৃষ্ণর। এক কথায় মনভোলানো বসন্ত উৎসব উপহার দিল বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন কিশোরীরা।

বিজেপি প্রার্থীর ভিডিয়োয় শোরগোল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অসীম সরকারের একটি গালিগালাজ করার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। যদিও ভাইরাল ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি 'একদিন' পত্রিকা। তৃণমূলের তরফে পোস্ট করা সেই ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছেন তিনি গালিগালাজ করছেন। যা নিয়ে এদিন বৃহস্পতিবার মুখ খুললেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র তথা পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগ। উনি দশটা কথা বললে আটটা কথাতেই গালিগালাজ করেন এবং তাঁদের দলের নেতার স্বভাব চরিত্রও খারাপ।

এরপরই আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে কালনার মহিষমর্দিনী তলায় একটি সাংগঠনিক বৈঠকে এসে বিজেপি প্রার্থী অসীম সরকার বলেন, 'এটি ২০২২ সালে একটি পুরনো ভিডিও, সেটিকে এডিট করে বাজারে ছাড়া হয়েছে, মনোজ গান নামের এক ব্যক্তি তাঁর ভিডিওটিকে এডিট করে এই ভাবে মানুষের সামনে প্রকাশ করেছিলেন। সেটিকেই আবার নতুন ভাবে বাজারে আনা হয়েছে। ওদের উন্নয়ন সব শেষ, তাই আমাকে দমাতে হলে বাজারে এই ভিডিও ছেড়ে দিয়েছে, যদিও এসব ছেড়ে কিছুই হবে না।' পাশাপাশি

তাঁর চরিত্র নিয়ে করা প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে দীপক সরকার যিনি বই লিখেছেন তাঁরা জবাব দিতে পারবেন। একই সঙ্গে আমার চরিত্র খারাপ প্রমাণ করতে পারলে আমি এখান থেকে চলে যাব।'

বিচারব্যবস্থার উপর চাপ সৃষ্টির অভিযোগে কংগ্রেসকে বিঁধলেন মোদি

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ: জোর করে সকলকে ভয় দেখানো তো কংগ্রেসেরই সংস্কৃতি। পাঁচ দশক ধরে এমনটা করে আসছে ওরা। বিশিষ্ট আইনজীবীদের চিঠির প্রসঙ্গে এভাবেই হাত শিবিরকে তোপ দাগলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার সকালে প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়কে চিঠি লেখেন ৬০০ আইনজীবী। তার প্রেক্ষিতেই কংগ্রেসকে তোপ দাগলেন মোদি।

প্রবীণ আইনজীবী হরিষ সালভে এবং পিঙ্কি আনন্দ-সহ মোট ৬০০ জনের চিঠিতে বলা হয়েছে, গণতান্ত্রিক কাঠামো এবং বিচার প্রক্রিয়ার উপর মানুষের যে আস্থা রয়েছে তা ভাঙার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। কিছু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী প্রচার চালাচ্ছে যে বিচার বিভাগের সোনালি অধ্যায় শেষ হয়েছে, বর্তমানে তা দুর্বল থেকে দুর্বলতর। এদের উদ্দেশ্যই হল আদালতের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা নষ্ট করা। ওই গোষ্ঠী নিজেদের রাজনৈতিক সুবিধা অনুযায়ী বিচার বিভাগের সিদ্ধান্তগুলোর নিন্দা কিংবা প্রশংসা করছে।

আরও বলা হয়েছে, রাজনীতিবিদরা দুর্নীতির অভিযুক্ত হলে রক্ষা পেতে আদালতে আসছেন। আদালতের সিদ্ধান্ত তাঁদের বিরুদ্ধে গেলেই বিচার বিভাগের সমালোচনা করছেন। অনেকে আবার সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিচারপতিদের চাপে ফেলার কৌশল নিচ্ছেন বলে চিঠিতে অভিযোগ করা হয়েছে। রাজনৈতিক নেতাদের এমন পদক্ষেপের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিক সুপ্রিম কোর্ট, আর্জি জানিয়েছেন আইনজীবীরা।

এই চিঠি প্রকাশ্যে আসার পরেই গোটা বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন প্রধানমন্ত্রী। এক্স হ্যান্ডেলে ওই চিঠি পোস্ট করে লেখেন, 'ভয় দেখিয়ে অন্যদের হেনস্তা করা আসলে কংগ্রেসের সংস্কৃতি। ওরা নির্লজ্জের মতো কেবল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে সকলের থেকে আনুগত্য চায়। কিন্তু দেশের প্রতি আনুগত্য থেকে শতহস্ত দূরে থাকে। এই জন্যই তো দেশের ১৪০ কোটি মানুষ ওদের বাতিল করে দিয়েছেন।' তবে আইনজীবীদের চিঠির জবাবে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি প্রধান বিচারপতি।

লোকসভা ভোটে লড়বেন গোবিন্দা যোগ দিলেন শিন্ডে শিবিরে

মুম্বই, ২৮ মার্চ: লোকসভা ভোট দুয়ারে কড়া নাড়তেই বড় চমক! একনাথ শিন্ডের হাত ধরে শিবসেনা শিবিরে যোগ দিলেন প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ তথা অভিনেতা গোবিন্দা। সূত্রের খবর, বলিউডের 'হিরো নম্বর ওয়ান'কে প্রার্থীও করছে শিবসেনা।

জানা গিয়েছে, উত্তর -পশ্চিম মুম্বই কেন্দ্র থেকে শিবসেনার টিকিটে নির্বাচনে লড়বেন প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ। উল্লেখ্য, ২০০৪ সালে কংগ্রেসের টিকিটে লোকসভা ভোটে লড়ে ৫০ হাজার রেকর্ড মার্জিনে জিতেছিলেন গোবিন্দা। যদিও বছর খানেকের মধ্যে রাজনৈতিক মোহভঙ্গ হয় তাঁর। ফিল্মি কেরিয়ার বাঁচাতে সাংসদ পদ থেকেও ইস্তফা দিয়ে রাজনীতি থেকে দূরত্ব বাড়ান অভিনেতা। তবে এবার ফের একবার নির্বাচনী লড়াইয়ে 'হিরো নম্বর ওয়ান'। এবার অবশ্য শিবির আলাদা। গোবিন্দা শিবসেনার হয়েই লড়বেন বলে শোনা যাচ্ছে। বৃহস্পতিবারই বালাসাহেব ভবনে এক অনুষ্ঠানে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের হাত ধরে শিবসেনা পার্টিতে যোগ দিলেন গোবিন্দা। রাজনীতি আর গ্ল্যামার দুনিয়া বর্তমানে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তারকাদের রাজনৈতিক ময়দানে অবতরণের খবর নতুন নয়! এযাবৎকাল বহু তারকা সাংসদ-বিধায়ক পেয়েছে দেশবাসী।

উত্তরাখণ্ডে গুরুদ্বারে ঢুকে ডেরা প্রধানকে গুলি করে খুন

দেরাদুন, ২৮ মার্চ: উত্তরাখণ্ডের একটি গুরুদ্বারের ডেরা প্রধানকে গুলি করে হত্যা করল অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা। বৃহস্পতিবার নানকমাট্টা সাহিব গুরুদ্বারের ভিতরে ঢুকে ডেরা প্রধানকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুই দষ্কৃতী। হামলার পরে বাইকে চেপে পালায় তাঁরা। গুরুতর আহত ডেরা প্রধানকে দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। যদিও চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয়েছে তাঁর। এফআইআর দায়ের করে ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত্যু হয়েছে উধম সিং নগর জেলার রুদ্রপুর-তনকপুর সড়কের পাশের নানকমাট্টা সাহিব গুরুদ্বারের ডেরা প্রধান বাবা তারসেম সিংয়ের। বৃহস্পতিবার সকালে বাইকে চেপে গুরুদ্বারে ঢুকেছিল দুই অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতী। তাঁরা ধর্মীয়স্থানের ভিতরেই তারসেম সিংয়ের উপরে গুলি চালায়। রক্তাক্ত ডেরা প্রধান মাটিতে লুটিয়ে পড়তেই বাইকে চেপে চম্পট দেয় তারা। উধম সিং নগর জেলার এসএসপি মঞ্জু নাথ জানান, গুরুতর আহত ডেরা প্রধানকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে তাঁর। অজ্ঞাত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে। তাদের খোঁজে রাজ্যজুড়ে চল্লাশি তালাচ্ছে পুলিশ। কেন ডেরা প্রধান হত্যা করা হল, এখনও তা স্পষ্ট নয়।

আমেরিকায় আততায়ীর এলোপাথারি ছুরির কোপে মৃত ৪

ওয়াশিংটন, ২৮ মার্চ: নির্মম হত্যাকাণ্ড আমেরিকায়! এক উন্মত্ত আততায়ীর এলোপাথাড়ি ছুরির কোপে প্রাণ হারালেন অন্তত ৪ জন। গুরুতর আহত হয়েছেন ৭ জন। যাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এই ঘটনায় ইতিমধ্যে এক সন্দেহভাজনকে আটক করেছে পুলিশ। তাঁকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়েছে।

বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে আমেরিকার ইলিনয়তে। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন এক আততায়ী ইলিনয়ের একাধিক জায়গায় নৃশংসভাবে হামলা চালায়। এলোপাথাড়ি ছুরির কোপ মারে বেশ কয়েকজনকে। ছুরিকাঘাতে মৃত্যু হয় অন্তত ৪ জনের। মৃতদের মধ্যে রয়েছে ১৫ বছরের এক কিশোরী, ৬৩ বছরের এক বৃদ্ধা, বছর ৪৯-এর এক ব্যক্তি। এই হামলায় মৃত্যু হয়েছে ২২ বছরের এক যুবকেরও। গুরুতর আহত হয়েছেন ৭ জন। যাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে তাঁদের।

এই ঘটনা নিয়ে রকফোর্ড পুলিশ প্রধান কারলা রেড সংবাদমাধ্যমে জানান, স্থানীয় সময় দুপুর প্রায় সোয়া ১টা নাগাদ আমাদের কাছে ওই শহর থেকে বেশ কয়েকটি ফোন আসে। এই ঘটনা খুবই ভয়ংকর। যাঁরা মারা গিয়েছেন ও আহত হয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের শরীরেই ছুরির আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। আমরা ইতিমধ্যে বছর ২২-এর এক সন্দেহভাজন যুবককে আটক করেছি। তাঁকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। কী কারণে এই কাণ্ড ঘটনা হয়েছে তা এখনও জানা যায়নি। এই হামলায় হতাহতদের পরিবারের প্রতি শোক জ্ঞাপনও করেছেন কারলা।

প্রথম ঋতুস্রাবে আতঙ্ক, আত্মঘাতী কিশোরী

মুম্বই, ২৮ মার্চ: ঋতুস্রাবের কথা আগে থেকে জানত না কিশোরী। প্রথম ঋতুস্রাবে তাই সে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। যার ফলশ্রুতিতে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হল তাকে। গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে সে। কিশোরীর পরিবারের সদস্যেরা জানিয়েছেন, ঋতুস্রাবের ব্যথা নিয়ে ভুগছিল সে। তার পরেই এই ঘটনা।

মুম্বইয়ের মলাড এলাকার বাসিন্দা ছিল ১৪ বছরের ওই কিশোরী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বিকেলে তার প্রথম বার ঋতুস্রাব হয়। বিষয়টি তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন ছিল। কারণ এর আগে এ বিষয়ে কেউ তার সঙ্গে কথা বলেনি। পরিবারের সদস্য বা স্কুলের বন্ধুদের কাছ থেকেও এ বিষয়ে কোনও তথ্য পায়নি কিশোরী। ফলে প্রথম ঋতুস্রাব তার কাছে আতঙ্কের ছিল। পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঋতুস্রাবের কথা পরিবারের সদস্যদের জানায় কিশোরী। এ-ও জানায়, তার পেটে অসহ্য যন্ত্রণা করছে। পরিবারের সদস্যেরা তাকে আশ্বস্ত করলেও শান্ত হতে পারেনি কিশোরী। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে সে চরম পদক্ষেপ করে বসে। রাতে ঘর থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় তাকে পাওয়া যায়। অবিলম্বে কিশোরীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। তারা কিশোরীর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। তবে ময়নাতদন্তে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি বলে খবর পুলিশ সূত্রে। এই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। ঋতুস্রাবই আত্মহত্যার একমাত্র কারণ কি না, নেপথ্যে অন্য কোনও অবসাদ কাজ করেছে কি না, পুলিশ খতিয়ে দেখছে। কথা বলা হয়েছে পরিবার, স্কুল এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে।

ভোটের আগেই অরুণাচল বিধানসভায় নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী খান্ডু

ইটানগর, ২৮ মার্চ: ভোটের আগেই অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু-সহ পাঁচ জন বিজেপি প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হতে চলেছেন। বুধবার মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিনে অন্য কোনও প্রার্থী তাঁদের বিধানসভা আসন থেকে মনোনয়ন জমা দেননি। তাই তাঁদের নির্বাচন কার্যত নিশ্চিত।

লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গেই ওডিশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, সিকিম এবং অরুণাচল প্রদেশে বিধানসভা ভোট হবে। উত্তর-পূর্বের দুই রাজ্য, অরুণাচল এবং সিকিমে ভোটগ্রহণ আগামী ১৯ এপ্রিল। তবে লোকসভার ভোটগণনা ৪ জুন হলেও অরুণাচল এবং সিকিমে হবে ২ এপ্রিল। অরুণাচল বিধানসভার ৬০টি আসনের মধ্যে ২০১৯ সালে বিজেপি জিতেছিল ৪১টিতে। পরবর্তী সময়ে এনপিপির ছ'জন এবং কংগ্রেসের তিন বিধায়ক গেরুয়া শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী পেমা এ বারও তাঁর পুরনো কেন্দ্র, তাওয়াং জেলার মুক্তো থেকেই প্রার্থী হয়েছেন। সে রাজ্যে মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন ৩০ মার্চ। পেমা সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে বলেন, 'পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী ছাড়া অন্য কেউ মনোনয়নপত্র দাখিল করেননি। আমরা আশা করি, মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিনে আরও কয়েকটি আসনেও আমরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হব।'

কেজরি গ্রেপ্তারি, কংগ্রেসের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ প্রসঙ্গে ভারতকে খোঁচা আমেরিকার

ওয়াশিংটন, ২৮ মার্চ: দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারি নিয়ে মন্তব্য করেছিল আমেরিকা। যা মোটেই ভালোভাবে নেয়নি কেন্দ্র। ফলস্বরূপ মার্কিন দূতকে তলব করে বিদেশমন্ত্রক। কিন্তু তাতেও কোনও কাজ হল না। নিজেদের অবস্থানেই অনড় থাকল ওয়াশিংটন। ফের একবার আপ সুপ্রিমোর গ্রেপ্তারি নিয়ে মতামত দিল মার্কিন প্রশাসন। পাশাপাশি এবার কংগ্রেসের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা নিয়েও 'বন্ধু' দেশকে 'খোঁচা' দিল আমেরিকা।

গত বৃহস্পতিবার আবগারি দুর্নীতি মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের হাতে গ্রেপ্তার হন কেজরি। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর গ্রেপ্তারি নিয়ে মঙ্গলবার মুখ খোলে আমেরিকা। আম আদমি পার্টির সুপ্রিমোর বিচার যেন ন্যায়সঙ্গত, স্বচ্ছ ও দ্রুত হয়, সে কথা জানিয়ে নয়াদিল্লির উপরে পরোক্ষে চাপ সৃষ্টি করেছিল মার্কিন প্রশাসন। যার প্রেক্ষিতে বুধবারই তলব করা মার্কিন দূতাবাসের কার্যনির্বাহী প্রধান গ্লোরিয়া বারবেনাকে। নর্থ ব্লকে মার্কিন দূতের সঙ্গে প্রায় মিনিট চল্লিশের বৈঠক হয় বিদেশমন্ত্রকের শীর্ষ আধিকারিকদের। কিন্তু এর পরও ফের এই বিষয়ে আমেরিকার অবস্থান স্পষ্ট করে বক্তব্য রাখেন মার্কিন বিদেশ দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার।

বারবেনার তলব প্রসঙ্গ নিয়ে বুধবারই মিলার সাফ জানিয়ে দেন, মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারির বিষয়টির উপর আমরা নজর রাখব। আমরা আবারও বলতে চাই ওনার বিচার যেন ন্যায়সঙ্গত, স্বচ্ছ ও সময়োপযোগী হয়। আসন্ন লোকসভা ভোটের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারকে অস্বস্তিতে ফেলে হাত শিবিরের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ নিয়েও কথা বলতে শোনা যায় মিলারকে। এনিয়ে তিনি বলেন, অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ নিয়ে কংগ্রেস পার্টির যে অভিযোগ রয়েছে সে বিষয়ও আমরা অবগত। আয়কর দপ্তর তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছে। যে কারণে নির্বাচনে প্রচার চালানোর ক্ষেত্রে কংগ্রেসকে আর্থিক সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে। এই ধরনের বিষয়গুলোতে ন্যায়সঙ্গত, স্বচ্ছ ও দ্রুত আইনি প্রক্রিয়াকেই আমেরিকা সমর্থন করে। কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, লোকসভা ভোটের আগে 'বন্ধু' দেশের এহেন অবস্থানে বেশ অস্বস্তিতেই পড়তে হচ্ছে মোদি সরকারকে। দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোনও দেশের নাক গলানোকে যে বরদাস্ত করা হয় না তা অতীতে বহুবার স্পষ্ট করে দিয়েছে নয়াদিল্লি। ফলে আগামিদিনে এই ইস্যুগুলো দু'দেশের সম্পর্কে কী প্রভাব ফেলে সেদিকেই নজর রয়েছে আন্তর্জাতিক মহলের।

শিশুকে ধর্ষণের পর খুন, গ্রেপ্তার যুবক

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ: পাঁচ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের পর খুনের অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। দু'দিন দিন ধরে নিখোঁজ থাকার পর বুধবার একটি কারখানার ভিতর থেকে শিশুটির দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনাটি দিল্লির বাওয়ানা এলাকার।

পুলিশ সূত্রে খবর, কারখানা চত্বর থেকে কটু গন্ধ পান কর্মীরা। কোথা থেকে গন্ধ আসছে তা খোঁজ করতে গিয়েই শিশুর পচাগলা দেহ দেখতে পান তাঁরা। তার পরই কারখানার মালিক পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে, গত ২৪ মার্চ শিশুটিকে খাবারের লোভ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এক যুবক। তার পর থেকে নিখোঁজ ছিল সে। এলাকার কয়েকটি সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার পর পুলিশ অভিযুক্তকে চিহ্নিত করে। একটি ফুটেজে দেখা গিয়েছে শিশুটি ওই যুবকের সঙ্গে কোথাও একটা যাচ্ছে।

দু'দিনের মালয়েশিয়া সফরে বিদেশমন্ত্রী

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ প্রসঙ্গে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করলেন জয়শংকর

মস্কো ও কিভ, ২৮ মার্চ: দু'বছর পেরিয়ে গিয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের। কিন্তু এখনও কোনও রফাসূত্রে মেলেনি এই রক্তক্ষয়ী সংঘাতের। আক্রমণ পালটা আক্রমণ, হানাহানি, মৃত্যুমিছিল সব কিছুই অব্যাহত। আর দু'দেশের এই লড়াই নিয়ে ভারতের অবস্থান আরও একবার স্পষ্ট করে দিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। যুদ্ধের যে কোনও সমাধান হয় না সেকথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, দিল্লি চায় সংঘর্ষ থামিয়ে সমাধানের পথ খুঁজতে।

দু'দিনের মালয়েশিয়া সফরে গিয়েছেন জয়শংকর। সেখানে একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় উঠে আসে ইউক্রেন যুদ্ধের প্রসঙ্গ। এই লড়াইয়ে ভারতের অবস্থান নিয়ে তিনি বলেন, যুদ্ধের কোনও সমাধান হয় না। যুদ্ধে কেউ জয়ী হয় না। রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যে লড়াই শুরু হওয়ার পর আমরা দুপক্ষকেই বলেছিলাম, রণক্ষেত্রে তোমরা কিন্তু কোনও সমাধান সূত্র খুঁজে পাবে না। আমরা সব সময় এই যুদ্ধ থামানোর পথ খুঁজতে চেয়েছি। এখনও আমাদের অবস্থান একই রয়েছে। ভারত এমন একটা দেশ যার কাছে সুযোগ রয়েছে রাশিয়ার সঙ্গে কথা বলার। আর আমরা ইউক্রেন ইস্যু নিয়ে বিভিন্ন দিক দিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। এই অনুষ্ঠানে হামাস-ইজরায়েল যুদ্ধ নিয়েও কথা বলেন বিদেশমন্ত্রী। তিনি জানান, দরকার পড়লে ইউক্রেন যুদ্ধের মতোই মধ্যপ্রাচ্যের লড়াই থামানো নিয়েও ভারত একই পদক্ষেপ করবে।

উল্লেখ্য, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই দু'দেশকে বৈঠক ও আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের বার্তা দিচ্ছে ভারত। একাধিকবার দু'দেশের রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। চলতি মাসেই ফের একবার রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে কথা বলেন মোদি। ভারত যেভাবে ইউক্রেনের জন্য মানবিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তার ভূয়সী প্রশংসা করেন জেলেনস্কি। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যেন দ্রুত যুদ্ধ মেটানো যায়, সেই নিয়েই কথা হয় তাঁদের মধ্যে। সূত্রের খবর, ফোনে কথা বলার সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে নিজেদের দেশে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন পুতিন এবং জেলেনস্কি দু'জনেই।

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

সংশোধনী-৫

আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ২৮.০৩.২০২৪ তারিখ বিকাল ৪.৩২ মিনিটে ই-প্রকাশিত ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এসএন্ডটি/ওয়ার্কস/০৪-২০২৪ সম্পর্কিত সংশোধনী। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০২.০৪.২০২৪ দুপুর ৩টার পরিবর্তে ২২.০৪.২০২৪ দুপুর ৩টা পড়তে হবে। বিস্তারিত জানতে www.ireps.gov.in দেখুন।

ডেপুটি চিফ সিগন্যাল এন্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/কন

আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ৪১-এসডিএসটিই-এএসএন-২০২৩-২৪, তারিখঃ ২৮.০৩.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ কাজের নাম/অবস্থান ঃ আসানসোল ডিভিসন–কালুবাথান-এ এমএসডিএসি-এর মাধ্যমে ড্যুয়াল ডিটেকশন-এর ব্যবস্থা। বিজ্ঞপিত টেন্ডার মূল্যমানঃ ১,৫৫,৯৮,১২৩.০৮ টাকা। বায়নামূল্য ঃ ২,২৮,০০০ টাকা। সম্পাদনের সময়সীমা ঃ স্বীকৃতি পত্র জারির তারিখ থেকে ১৮০ দিন। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২৩.০৪.২০২৪ তারিখে দুপুর ৩টা। ওয়েবসাইটের বিবরণ ঃ http://www.ireps.gov.in। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল প্রস্তাবের অনুমোদন নেই এবং কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব পাওয়া গেলে তা অগ্রাহ্য হবে। টেন্ডারদাতা/বিডারগণের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেটার সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং তাঁদের আইআরইপিএস পোর্টালে রেজিস্ট্রিকৃত হতে হবে। শুধুমাত্র রেজিস্ট্রিকৃত টেন্ডারদাতা/বিডারগণই ই-টেন্ডারিং-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন। (ASN-255/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ৩৯-এসডিএসটিই-এএসএন-২০২৩-২৪, তারিখঃ ২৮.০৩.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ কাজের নাম/অবস্থান ঃ আসানসোল ডিভিসন–সিগন্যাল ও টেলিকম গিয়ারের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি। বিজ্ঞপিত মূল্যমানঃ ২,৩৩,৯৭,১৪৮.৪৮ টাকা। বায়নামূল্য ঃ ২,৬৭,০০০ টাকা। সম্পাদনের সময়সীমা ঃ স্বীকৃতি পত্র জারির তারিখ থেকে ১৮০ দিন। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২২.০৪.২০২৪ তারিখে দুপুর ২টা। ওয়েবসাইটের বিবরণ ঃ http://www.ireps.gov.in। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল প্রস্তাবের অনুমোদন নেই এবং কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব পাওয়া গেলে তা অগ্রাহ্য হবে। টেন্ডারদাতা/বিডারগণের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেটার সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং তাঁদের আইআরইপিএস পোর্টালে রেজিস্ট্রিকৃত হতে হবে। শুধুমাত্র রেজিস্ট্রিকৃত টেন্ডারদাতা/বিডারগণই ই-টেন্ডারিং-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন। (ASN-253/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ঃ ২৭.০৩.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-২০৭-২৩-২৪। কাজের নাম ঃ সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/II/শিয়ালদহ-এর অধীনে বিভিন্ন অবস্থানে ক্রটিপূর্ণ গ্লুড জয়েন্ট বদল। টেন্ডার মূল্যমানঃ ৬০,৬৪,৭৮৪ টাকা। বায়না মূল্য জমা ঃ ১,২১,৩০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য (অফেরতযোগ্য) ঃ শূন্য। কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ বারো (১২) মাস। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২৬.০৪.২০২৪ বেলা ৩টা। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিড জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার বাতিল করা হবে। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ২৬.০৪.২০২৪-এ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। (SDAH-423/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

DURGAPUR MUNICIPAL CORPORATION
CITY CENTRE, DURGAPUR - 713216
PURCHASE DEPARTMENT

CORRIGENDUM NOTICE
Tender ID: 2024_MAD_668240_1
Tender Reference Number: WBDMC/DRGSW/NIT-65/23-24 (2ND Call)
This is to informed that joint venture is allowed for this tender. The Bid submission Closing date will be 13-04-2024 up to 5.00 PM in lieu of 26-03-2024 upto 5.00 PM and Bid opening Date will 16- 04-2024 after 11.00 AM in lieu of 28-03-2024 after 5.00 PM. The other terms and conditions will remain unchanged.
For details: wbtenders.gov.in Sd/- Commissioner, DMC

পরাগের ৮৪ রান, যশস্বীরা ব্যর্থ হলেও ১৮৫ রান রাজস্থানের

দিল্লির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সঞ্জুরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুরুতেই যশস্বী জয়সওয়াল, জস বাটলারদের উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে গিয়েছিল রাজস্থান রয়্যালস। সেখান থেকে দলকে লড়াইয়ে রাখেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রিয়ান পরাগেরা। শুরুতেই তিনটি উইকেট পড়ে যাওয়ার পর অশ্বিনকে নামিয়ে দিয়েছিল রাজস্থান। সেই ফাটকা কাজে লেগে যায়। বড় শট খেলে দলের উপর থেকে চাপটা কাটিয়ে দেন অশ্বিন। যা পরাগ এবং ধ্রুব জুরেলকে দ্রুত রান তুলতে সাহায্য করে। ১৮৫ রান তুলল রাজস্থান।

এ দিন দিল্লি ক্যাপিটালস প্রথম একাদশে রেখেছিল মুকেশ কুমারকে। বাংলার পেসার নিজের প্রথম ওভারেই যশস্বীর (৫) স্টাম্প উড়িয়ে দেন। এর পরেই একে একে সাজঘরে ফিরে যান সঞ্জু স্যামসন (১৫) এবং বাটলার (১১)। ৩৬ রানে ৩ উইকেট হারায় রাজস্থান। সেই সময় অশ্বিনকে নামিয়ে দেওয়া হয়। ১৯ বলে ২৯ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেললেন ভারতীয় স্পিনার। তিনটি ছক্কা মারেন তিনি। এর মধ্যে দু'টি ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার এনরিখ নোখিয়ের বিরুদ্ধে।

অশ্বিনের সেই ইনিংসের ফলে চাপ কেটে যায় তরুণ পরাগের উপর থেকে। তিনি দ্রুত রান তুলতে শুরু করলেন। পাওয়ার প্লে কাজে লাগাতে পারেনি রাজস্থান। তাতে কোনও প্রভাব পড়ল না। শেষ ওভারে নোখিয়ের বলে পরাগ নিলেন ২৫ রান। নিজে ৪৫ বলে ৮৪ রান করে অপরাজিত রইলেন। জুরেল ১২ বলে ২০ রান করে সঙ্গে দেন তাঁকে। শিমরন হেটমেয়ার ৭ বলে ১৪ রান করে অপরাজিত থাকেন।

গত বারের আইপিএলে রাজস্থানের হয়ে বড় ইনিংস খেলতে দেখা গিয়েছিল যশস্বী এবং বাটলারকে। কিছু ম্যাচে রান করেন সঞ্জুও। অনেকের মতে এই তিন ক্রিকেটার রান না পেলে রাজস্থান বড় রান তুলতে পারে না। বৃহস্পতিবার অন্য রাজস্থানকে দেখা গেল। মিডল অর্ডারের দাপটে বড় রান তুলল রাজস্থান। দিল্লির সামনে ১৮৬ রানের লক্ষ্য রাখলেন সঞ্জুরা।

কোহলিদের বিরুদ্ধে নামার এক দিন আগে কেকেআরে বদল!

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিলামে কেনা মুজিব উর রহমানকে পাবে না কলকাতা নাইট রাইডার্স। তাঁর চোট রয়েছে। সেই জায়গায় আল্লা গজনফরকে দলে নিল কেকেআর। ১৬ বছরের তরুণ স্পিনার খেলবেন নাইটদের হয়ে। বদল হয়েছে রাজস্থান রয়্যালস দলেও।

আফগানিস্তানের স্পিনার মুজিবকে দলে নিয়েছিল কেকেআর। কিন্তু তাঁর চোট এখনও সারেনি। সেই জায়গায় গজনফরকে দলে নিল কেকেআর। তিনি দেশের হয়ে দু'টি এক দিনের ম্যাচ খেলেছেন। মাত্র ১৬ বছর বয়সি এই অফ স্পিনারের ভরসা রাখছে কেকেআর। এক আফগান স্পিনারের জায়গায় আরও এক আফগান স্পিনারকেই দলে নিয়েছে তারা। নিলামে ২ কোটি টাকা দিয়ে মুজিবকে দলে নিয়েছিল কেকেআর। সেই জায়গায় ২০ লক্ষ টাকায় গজনফরকে দলে নিল তারা।

রাজস্থান এ বারের আইপিএলে পাবে না প্রসিদ্ধ কৃষ্ণকে। ভারতীয় পেসারের চোট সারেনি। সেই জায়গায় দলে নেওয়া হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার স্পিনার কেশব মহারাজকে। প্রসিদ্ধের অস্ত্রোপচার হয়েছে। এখনই ম্যাচ খেলতে পারবেন না তিনি। সেই জায়গায় অভিজ্ঞ স্পিনারকে দলে নিল রাজস্থান। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২৩৭টি উইকেট আছে মহারাজের। ৫০ লক্ষ টাকায় তাঁকে দলে নিয়েছে রাজস্থান।

আর খেলবেন না রাজ্যের হয়ে, 'বিদ্রোহী' ক্রিকেটারের চিঠি, চাইলেন ছাড়পত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: রঞ্জি ট্রফির মাঝেই হনুমা বিহারীর সঙ্গে গন্ডগোল হয় অন্ধ্র ক্রিকেট সংস্থার। ভারতীয় দলে খেলা ক্রিকেটারকে প্রথম ম্যাচের পরেই নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। রঞ্জি শেষ হতেই রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন হনুমা। সেই ঘটনায় হনুমাকে শো-কজ করে রাজ্য সংস্থা। এ বার তিনি ছাড়পত্র চাইলেন রাজ্যের কাছে।

সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে অন্ধ্র ক্রিকেট সংস্থা জানিয়েছিল যে, হনুমাকে মেল করে শো-কজ করা হয়েছে। কিন্তু হনুমা উত্তর দেননি। অন্ধ্রের এক কর্তা বলেন, তআমরা হনুমাকে শো-কজ করেছি। ওর উত্তর এখনও পাইনি। গত মাসে ও যে ব্যবহার করেছিল, সেটার কারণ জানতে চাওয়া হয়েছে। ও আমাদের সঙ্গে কোনও কথা বলেনি। সেই সুযোগটা দেওয়া হয়েছে হনুমাকে। আমাদের রাজ্যের ক্রিকেটের উন্নতির নেপথ্যে ওর বড় ভূমিকা রয়েছে। সেটাকে আগ্রাহ্য করা যাবে না।দ এক সংবাদমাধ্যমকে হনুমা বলেন, তআমি অন্য দলের হয়ে খেলতে চাই। অন্ধ্র ক্রিকেট সংস্থার কাছে ছাড়পত্র চেয়েছি। ওদের উত্তরের অপেক্ষায় আছি।দ রাজ্য সংস্থার চিঠির জবাবে হনুমা জানতে

চেয়েছেন, তাঁর সঙ্গে এমন ব্যবহার কেন করা হয়েছে।

রঞ্জি ট্রফিতে অন্ধ্রের শেষ ম্যাচের পর বিদ্রোহ করেছিলেন হনুমা। ক্রিকেট দলে রাজনৈতিক দলের প্রভাব রয়েছে বলে মনে করেন তিনি। তিনি লিখেছিলেন, তবাংলার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে অধিনায়ক ছিলাম। সেই ম্যাচে দলের ১৭ নম্বর খেলোয়াড়ের উপর চিৎকার করেছিলাম। ও গিয়ে নিজের বাবাকে (যিনি একজন রাজনীতিবিদ) অভিযোগ করে। ওর বাবা রাজ্য সংস্থাকে নির্দেশ দেন আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে। গত বারের ফাইনালিস্ট বাংলার বিরুদ্ধে আমরা ৪১০ তাড়া করে জিতলেও কোনও কারণ ছাড়াই আমাকে নেতৃত্ব থেকে পদত্যাগ করতে বলা হয়। হনুমা আরও লিখেছিলেন, তআমি ব্যক্তিগত ভাবে সেই ক্রিকেটারকে কিছুই বলিনি। কিন্তু রাজ্য সংস্থা ভেবেছে, গত বার যে দলকে বাঁচিয়েছে এবং দলের প্রয়োজনে বাঁ হাতে ব্যাট করেছে, যে অন্ধ্রকে গত সাত বারের মধ্যে পাঁচ বার নকআউটে তুলেছে এবং ভারতের হয়ে ১৬টা টেস্ট খেলেছে, তার থেকে অন্য আর এক জন ক্রিকেটার বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

পণ্ডিতকে নিয়ে কি সত্যিই সমস্যা? জবাব দিতে গিয়ে বিতর্ক এড়িয়েও বিতর্ক উস্কে দিলেন রাসেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত বছর কলকাতা নাইট রাইডার্সের কোচ হিসাবে যোগ দেন চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। একাধিক রাজ্য দলকে রঞ্জি জিতিয়েছেন তিনি। সেই পণ্ডিতকে গত বছর কোচ করে আইপিএল জয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন শাহরুখ খান। কিন্তু মাত্র ছ'টি ম্যাচ জেতায় প্লে অফেও উঠতে পারেনি কেকেআর। সেই পণ্ডিত কেমন কোচ? প্রশ্নের উত্তরে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করলেন আন্দ্রে রাসেল।

বুধবারই কেকেআরের প্রাক্তন ক্রিকেটার ডেভিড উইজ সমালোচনা করেছিলেন পণ্ডিতের। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে রাসেলও মোটেই দরাজ সার্টিফিকেট দিলেন না কোচকে। বরং তাঁর কথাতে রয়েছে মানিয়ে নেওয়ার ইঙ্গিত। পণ্ডিতের একটুও সমালোচনা না করেও রাসেল বৃহস্পতিবার বলেন, তদলে এটা ওঁর দ্বিতীয় বছর। উনি স্বাধীন ভাবে খেলতে দেন আমাদের। সকলের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক। তবে আমরা পেশাদার ক্রিকেটার। বিভিন্ন দেশের টি-টোয়েন্টি লিগে খেলি। কোচ যে ভাবে বলেন, সে ভাবে খেলাটাই আমাদের কাজ।

রাসেলের কথায় পণ্ডিতকে নিয়ে তেমন কোনও বাড়তি উচ্ছ্বাস ছিল না। তিনি কোচকে এক বাক্যে সেরাও বলেননি। বরং বুঝিয়ে দিলেন যে, তিনি পেশাদার ক্রিকেটার, তাই সকলের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে খেলতে পারেন।

রাজ্য সংস্থায় কোচ পণ্ডিতকে সকলেই সম্মান করেন। আবার ভয়ও পান।

রাজস্থান ম্যাচের আগে উত্তর দিলেন সৌরভ

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলতি আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের প্রথম ম্যাচে ওপেন করেননি পৃথ্বী শ। তিনি আগামী দিনেও ওপেন করবেন না, এমন একটা ইঙ্গিত মিলেছে। দিল্লি চাইছে ডেভিড ওয়ার্নার এবং মিচেল মার্শই ওপেন করুক। কেন দিল্লি পৃথ্বীকে দিয়ে ওপেন করাবে না, তার উত্তর দিয়েছেন দলের মেন্টর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

সৌরভ জানিয়েছেন, দুই অস্ট্রেলীয়র অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর জন্যই পৃথ্বীকে দিয়ে ওপেন করানো হচ্ছে না। তবে তাঁকে যে মিডল অর্ডারে খেলানোও সম্ভব নয় এটাও মেনে নিয়েছেন তিনি। সৌরভ বলেছেন, তপৃথ্বী ওপেনার। আমরা প্রথম ম্যাচে মার্শ এবং ওয়ার্নারকে দিয়ে ওপেন করিয়ে রিকি ভুইকে মিডল অর্ডারে খেলিয়েছি। মার্শ আর ওয়ার্নার অতীতে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ওপেন করে সাফল্য পেয়েছে। সেই অভিজ্ঞতাকেই আমরা কাজে লাগাতে চাইছি।

চোট থাকার কারণে পৃথ্বীর সঙ্গে দিল্লির কোচেরা বেশি দিন কাজ করতে পারেননি। সেটাও না খেলানোর একটা কারণ বলে উল্লেখ করেছেন সৌরভ। তাঁর কথায়, তসত্যি বলতে, আইপিএলের আগে শিবিরে বেশি দিন পৃথ্বীকে পাইনি আমরা। অনেক দিন চোটে ভুগেছে। ইংল্যান্ডে গিয়ে নর্দাম্পটনশায়ারের হয়ে কাউন্টিতে দারুণ খেলেছে। লিগামেন্ট ছেঁড়ায় ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ওকে পাওয়া যায়নি। ওকে নিয়ে চার দিনের একটা শিবির করার কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু এনসিএ ফিট ঘোষণা করায় ও রঞ্জি খেলতে চলে গেল। ওখান থেকে তো ওকে আইপিএলের শিবিরে টেনে আনা সম্ভব নয়। আমরা পৃথ্বীকে সামনে পাইনি। কিন্তু বাকিদের অনেককেই দীর্ঘ দিন পেয়েছি।

কোহলির আরসিবির বিরুদ্ধে ব্যাট করতে নামতেই চাইছেন না কেকেআরের জয়ের নায়ক রাসেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিরাট কোহলিদের রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ব্যাট করতে নামতে চাইছেন না আন্দ্রে রাসেল। যে ক্রিকেটার প্রথম ম্যাচেই নিজের ব্যাটে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে জিতিয়েছেন, তিনি কেন এমন কথা বলছেন? কেন নামতে চাইছেন না রাসেল?

শুক্রবার চিন্নাস্বামীতে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে খেলবে কেকেআর। ম্যাচের আগের দিন সাংবাদিক বৈঠক করেন রাসেল। সেখানে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, আরসিবির বিরুদ্ধেও কি আগের ম্যাচের ফর্মেই ব্যাট করতে চাইবেন রাসেল? জবাবে রাসেল বলেন, তআমি চাইব যাতে আমাকে ব্যাট করতে না নামতে হয়।

পরে অবশ্য নিজের কথার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন রাসেল। তিনি বলেন, প্রথম ম্যাচে

আমাদের টপ অর্ডার ক্রিজে বেশি ক্ষণ সময় কাটাতে পারেনি। ওরা চাইবে পরের ম্যাচে বেশি ক্ষণ ব্যাট করতে। আমিও চাইব টপ অর্ডার যাতে পুরো ২০ ওভার ব্যাট করে। আমাকে তা হলে আর নামতে হবে না। তবে যদি ৫-৭ বল খেলার জন্য নামতে হয় তা হলে চেষ্টা করব বড় শট খেলতে।

নিজেদের উপর আত্মবিশ্বাস থাকলেও কোহলিদের সমীহ করেছেন রাসেল। তাঁর মতে, সহজ ম্যাচ হবে না। রাসেল বলেন, তবেঙ্গালুরু ভাল দল। অনেক ভাল ক্রিকেটার আছে। অভিজ্ঞ বোলার আছে। ওদের বিরুদ্ধে লড়াই সহজ হবে না। তবে আমরাও তৈরি।দ প্রথম ম্যাচ জয় দিয়ে শুরু করেছেন। জয়ের ধারা দ্বিতীয় ম্যাচেও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন কেকেআরের অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার।

হার্দিক, মালিক আকাশ অম্বানির সঙ্গে মাঠেই লেগে গেল রোহিতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএলের শুরুতেই কি মুম্বই শিবিরে অশান্তি শুরু হয়েছে? পর পর দু'ম্যাচে হারতে হয়েছে দলকে। হার মেনে নিতে পারছেন না রোহিত শর্মা। মাঠেই নতুন অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ড্য ও মালিক আকাশ অম্বানীর সঙ্গে লেগে গিয়েছে রোহিতের।

সানরাইজার্স হায়দরাবাদের করা ২৭৭ রানের জবাবে মুম্বই শেষ করে ২৪৬ রানে। রান তাড়া করার মাঝামাঝি পরিস্থিতিতে এগিয়ে ছিল মুম্বই। প্রথম ১০ ওভারে উঠেছিল ১৪১ রান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিততে পারেনি তারা। সেই কারণেই হয়তো রাগ কমেনি রোহিতের।

ম্যাচ শেষে দেখা যায় বাউন্ডারির ধারে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছেন রোহিত, হার্দিক ও দলের অন্যতম মালিক আকাশ। রোহিতের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, বিরক্ত তিনি। হাত নেড়ে আকাশ ও হার্দিককে অনেক কিছু বলছিলেন রোহিত। হার্দিকও জবাবে কিছু বলছিলেন। কিন্তু আকাশ চুপ ছিলেন।

এই ঘটনার ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পরেই জল্পনা শুরু হয়েছে মুম্বইয়ের ক্রিকেটারদের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে। যে ভাবে হার্দিক অধিনায়কত্ব সামলাচ্ছেন, এখন থেকেই তাঁর সমালোচনা শুরু হয়েছে। মাঠে রোহিতের সমর্থনে পোস্টারও দেখা গিয়েছে।

ভোটপ্রচারের ফাঁকেই চোখ আইপিএলে, হার্দিকের কৌশল দেখে ক্ষিপ্ত ইউসুফ, তোপ ভাইয়েরও

নিজস্ব প্রতিবেদন: অন্যান্য বছর এই সময়ে তিনি আইপিএলে ধারাভাষ্য দিতে ব্যস্ত থাকেন। এ বছরটা তাঁর কাছে একটু আলাদা। ইউসুফ পাঠান নেমেছেন অন্য ময়দানে। লোকসভা নির্বাচনে বহরমপুরে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী। কিন্তু ক্রিকেট থেকে দূরে থাকবেন কী করে? ভোটপ্রচারের মাঝেই চলছে খেলা দেখা। হায়দরাবাদ বনাম মুম্বই ম্যাচে হার্দিক পাণ্ড্যের অধিনায়কত্ব দেখে রেগে গেলেন ইউসুফ।

বুধবার হায়দরাবাদের ইনিংস শেষ হতেই ইউসুফ লেখেন, তহার্দিকের কৌশল কোনও ভাবেই বুঝতে পারলাম না। কেন একজন স্পিনারকে দিয়ে শেষ ওভার করাতে গেল?দ উল্লেখ্য, ম্যাচে শামস মুলানিকে দিয়ে শেষ ওভারটি করান হার্দিক। ২১ রান হজম করেন মুলানি। তাঁকে একটি চার এবং দু'টি ছয় মারেন ম্যাচের অন্যতম নায়ক হেনরিখ ক্লাসেন। এই ওভারেই আইপিএলের সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড ভেঙে যায়। আরও একটি সিদ্ধান্তে অবাক তিনি। লেখেন, তহায়দরাবাদ ১১ ওভারে ১৬০-এর

উপর রান করে ফেলেছে। বুঝতে পারছি না কেন যশপ্রীত বুমরাকে দিয়ে এখনও মাত্র একটা ওভার করানো হয়েছে। আপনার সেরা বোলারকে তো এ বার আনা উচিত। আমার কাছে এটা খারাপ অধিনায়কত্ব।

ইউসুফ যে প্রায় গোটা ম্যাচটিই দেখেছেন সেটার প্রমাণ তাঁর এক্স হ্যান্ডলে (সাবেক টুইটার) চোখ রাখলেই পাওয়া যাবে। বুধবার সন্ধ্যা ৭.৩০ নাগাদ তিনি শেষ বার ভোটপ্রচার সংক্রান্ত টুইট করেন। এর পরেই শুধু ম্যাচের প্রসঙ্গ। কখনও হায়দরাবাদের ইনিংস দেখে লেখেন, তকী অসাধারণ শুরু করল হায়দরাবাদ, ৯ ওভারে ১২০ রান।দ আবার কখনও লেখেন, তদারুণ রান তাড়া করছে মুম্বই।দ খেলা শেষের পরে ইউসুফের টুইট, ত২৩ রানের জবরদস্ত একটা ম্যাচ।

তাঁর ভাই ইরফান একটি চ্যানেলের হয়ে ধারাভাষ্য দিচ্ছেন। তিনি লেখেন, তযখন গোটা দল ২০০-র বেশি স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করছে, তখন অধিনায়ক কোনও ভাবেই ১০০ স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করতে পারে না।দ উল্লেখ্য, রান তাড়া করার সময় হার্দিক ২০ বলে ২৪ করে আউট হন। স্ট্রাইক রেট ১২০। দলের মধ্যে সবচেয়ে কম।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**